CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-252 ■ 13 June, 2026 ■ আগরতলা ১৩ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

## ওমান উপসাগরে ভারতীয় তিন বাণিজ্যিক জাহাজে মার্কিন হামলার কড়া প্রতিবাদ দিল্লির

**নয়াদিল্লি, ১২ জুন (আইএএনএস)।।** ওমান উপসাগরে ভারতীয় নাবিকদের বহনকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে মার্কিন নৌবাহিনীর ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেসন মিকসকে তলব করে জানায়, এই ধরনের পদক্ষেপ ''অগ্রহণযোগ্য'' এবং এটি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করছে। বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওমান উপসাগরে ভারতীয় নাবিকদের বহনকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলির উপর মার্কিন নৌবাহিনীর অব্যাহত হামলার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এই হামলাগুলির ফলে ইতিমধ্যেই তিনজন ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক ও এড়ানো সম্ভব ছিল এমন মৃত্যু ঘটেছে।

মন্ত্রক আরও জানায়, বেসামরিক জাহাজ চলাচলের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ নিয়ে ভারতের গভীর উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের পদক্ষেপ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং একটি সংবেদনশীল সময়ে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে, বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। ভারত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে অনুরোধ করেছে, তিনি যেন ওয়াশিংটনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতের উদ্বেগ পৌঁছে দেন এবং ওই অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন বাহিনী যাতে বেসামরিক প্রাণহানি রোধে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়, তা নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কয়েক দিনের মধ্যে এটি দ্বিতীয়বার, যখন এই ঘটনায় মার্কিন কূটনীতিককে তলব করল ভারত। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

### নীতি আয়োগের বৈঠকে

## উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতমুখী রাজ্য গড়ে তোলাই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১২ জুন।।** উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবদের নিয়ে নীতি আয়োগ আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃক্রিয়ামূলক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক বিষয় তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগের ভাইস-চেয়ারম্যান অশোক কুমার লাহিড়ী এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা।

বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের ধারাবাহিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার 'লক্ষ্য ২০৪৭' ভিশন ডকুমেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত প্রশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতমুখী রাজ্য গড়ে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর, বিনিয়োগ আকর্ষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং উদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যবসা পরিচালনার সহজীকরণ ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডিরেগুলেশন ও কমপ্লায়েন্স রিডাকশন কর্মসূচির প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই রাজ্যটি দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

তিনি আরও জানান, নীতিনির্ধারণ ও জনসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে রাজ্যে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন এজেন্সি অব ত্রিপুরা এবং গুড গভর্ন্যান্স ডিপার্টমেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সমন্বিত বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## আজ বার অ্যাসোর নির্বাচন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা ও সমর্থকরা। আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ এবং আইনজীবী সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী জোরকদমে প্রচার চালিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেন রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। তিনি আদালত চত্বরে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং উন্নয়ন মঞ্চের প্রার্থীদের পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

জানা গেছে, শনিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরপরই ভোট গণনা শুরু হবে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন পদের প্রার্থীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোটারদের সমর্থন আদায়ে প্রচার চালিয়ে গেছেন।

প্রচারে অংশ নিয়ে কল্যাণী সাহা রায় বলেন, আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি আইনজীবী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্নয়ন মঞ্চের প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## জনগণকে বিব্রত রাখতে বিজেপি - মথার মতপার্থক্যের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে ঃ জিতেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ও বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে যে মতপার্থক্যের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, তা আসলে জনগণের সামনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরির কৌশল।

বিরোধী দলনেতা বলেন, সম্প্রতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ মন্তব্য করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরার আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। প্রদ্যোতের অবস্থান পরস্পরবিরোধী বলে মনে হচ্ছে।

তাঁর অভিযোগ, প্রদ্যোত একদিকে রাজ্যে ত্রিপুরা টিটিএএডিসি এবং ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকাগুলির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন, অন্যদিকে দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ''ত্রিপুরায় এক অবস্থান, দিল্লিতে আরেক অবস্থানশুরু থেকেই এটাই তাঁর রাজনৈতিক কৌশল। তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে প্রকাশ্যে যে বিরোধের চিত্র তুলে ধরা হয়, তা প্রকৃত নয়। জনগণের সামনে রাজনৈতিক সংঘাতের একটি আবহ তৈরি করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

আদিবাসী কল্যাণ প্রসঙ্গে প্রদ্যোতের মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল আদিবাসীদের জন্য কাজ করেনিএ ধরনের দাবি বাস্তবসম্মত নয়। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার এখনও বনাধিকার আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। একই সঙ্গে ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিলও এগোয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

সম্প্রতি আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে যে অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে, তার জন্যও সরকারকেই দায়ী করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, সময়মতো সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের বামফ্রন্ট সরকার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে তরুণীর মৃত্যু ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এক যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকারের ঘোষিত ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তে আস্থা প্রকাশ না করে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্তের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। পাশাপাশি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগামী ১৫ জুনের পর থেকে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে নামারও ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস।

শুক্রবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নেতৃবৃন্দ এই দাবি উত্থাপন করেন। তাদের বক্তব্য, ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাই প্রকৃত সত্য উদঘাটনের স্বার্থে হাইকোর্টের একজন বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অভিযোগ করেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## হাসপাতালে রিল তৈরিতে ব্যস্ত কর্মীরা, প্রশ্নের মুখে কর্মসংস্কৃতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জুন ।।** রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার বদলে হাসপাতালের ভেতরে কর্মী ও প্রশিক্ষণার্থীদের 'রিল' ভিডিও তৈরিতে ব্যস্ত থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে ঘিরে হাসপাতালের কর্মসংস্কৃতি ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সময় হাসপাতালের একটি কক্ষে কয়েকজন কর্মী ও প্রশিক্ষণার্থী জনপ্রিয় হিন্দি গানের তালে রিল ভিডিও তৈরি করেন। ভিডিওতে তাদের হাসিমুখে পোজ দিতে ও ক্যামেরার সামনে অভিনয় করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, যেখানে প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসার জন্য দীর্ঘক্ষণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের ডাক সিটুর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ইউনিয়নের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়মিতকরণসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেলপার্স ইউনিয়ন। শুক্রবার সি আই টি ইউ-এর রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মীদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা দীর্ঘদিন ধরে নানা আর্থিক ও পেশাগত সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাদের নিয়মিতকরণ, সম্মানজনক ভাতা প্রদান এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য বারবার সরকারের দৃষ্টি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতদের পরিবারের যোগ্য সদস্যদের সরকারি চাকরি ঃ মন্ত্রীরতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** রাজনৈতিক হিংসায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের যোগ্য সদস্যদের সরকারি চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি স্পষ্ট করেন, ঘটনাটি যে সময়ে ঘটুক না কেন কিংবা তখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, প্রকৃত সুবিধাভোগীদের সহায়তা করা হবে।

আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের আগে রাজ্যে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ১৫,৫৮৯ জন খুন হয়েছেন, যার মধ্যে শতাধিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছিল বলে দাবি করা হয়।

তিনি জানান বিজেপি সরকার গঠনের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের কোনো যোগ্য সদস্য থাকলে 'রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থান প্রকল্প'-এর আওতায় তাকে একটি সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর এই প্রকল্পটি নোটিফাই করা হয়। শুরুতে এটি ২০১৮ সালের ৯ মার্চ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

মন্ত্রী আরও জানান, পরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা প্রকল্পটি সংশোধন করে ওই সময়সীমার শর্তটি বাতিল করে দেয়। তিনি বলেন এখানে কিছু নিয়ম রয়েছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কি না তা নির্ধারণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## যাত্রী দুর্ভোগের পর সরকারের আশ্বাসে ৭২ ঘন্টার রেল-সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** ত্রিপুরায় ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে ৭২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছিল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর আত্মসমর্পণকারী সদস্যরা। শুক্রবার সকাল থেকেই রেল ও সড়কপথ অবরোধ করে বনধের পিকেটিং চলে। দুপুর নাগাদ আন্দোলন স্থলে পৌঁছান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ প্রত্যাহার করেন আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা।

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের বিভিন্ন দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই ত্রিপুরার একাধিক এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বনধ সমর্থনকারীরা বিভিন্ন স্থানে জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হওয়ায় যান চলাচল

এবং রেল পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। সকাল থেকে সাধারণ যাত্রী, কর্মজীবী মানুষ ও ব্যবসায়ীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রাক, যাত্রীবাহী যানবাহন এবং ট্রেন পরিষেবা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেললাইন অবরোধের কারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) ত্রিপুরার বিভিন্ন স্টেশনে পাঁচটি যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, বর্তমানে বিলুপ্ত ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর আত্মসমর্পণকারী সদস্যরা শুক্রবার ভোর থেকে ৭২ ঘণ্টার জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ শুরু করেছিলেন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে প্রথম সিএএ'র আওতায় দুইজন পেলেন ভারতীয় নাগরিকত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ-এর আওতায় ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত ২০ থেকে ২৫টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে দুইজন আবেদনকারীকে ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। বাকি আবেদনগুলি বিভিন্ন স্তরে যাচাই ও পরীক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে পরিচালিত হয়। আবেদনগুলি প্রথমে নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে জমা পড়ে এবং জেলা প্রশাসনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যস্তরের কমিটি সেগুলি পরীক্ষা করে।

এক আধিকারিক বলেন, সিএএ-র অধীনে কোনও ধরনের অফলাইন বা শারীরিক প্রক্রিয়া নেই। সমস্ত আবেদন নির্ধারিত অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে যাচাই করা হয় এবং রাজ্যস্তরের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

তিনি জানান, বর্তমানে জমা পড়া অধিকাংশ আবেদনই বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 13-06-2026, 00:59

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৩ জুন ২০২৬ ইং
২৯ জৈষ্ঠ্য, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## দ্বিচারিতা'কে চাঁচাছোলা আক্রমণ জয়শঙ্করের

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ফিনল্যান্ডে আয়োজিত ''কুলতারান্তা টকস'' এ বক্তব্য রাখিবার সময় রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়া পশ্চিমি দেশগুলোর সমালোচনাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাহাদের ''দ্বিচারিতা'' বা দ্বিধাবিভক্ত নীতিকে প্রকাশ্যে আনিয়াছেন।পশ্চিমি দেশগুলোর এই নীতিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করিতে গিয়া জয়শঙ্কর মূলত দুটি বড় বিষয় তুলিয়া ধরেন। জয়শঙ্কর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে করাইয়া দেন যে, ভারত কোনোদিন ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করেনি বা ভারতের কোনো অস্ত্র ইউরোপে হামলার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু ইউরোপের ক্ষেত্রে তা সত্যি নয়। তিনি বলেন: 'ইউরোপের কোনো দেশ ভারতীয় অস্ত্রে আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমি ইউরোপীয় অস্ত্র নিয়া এই কথা বলিতে পারছি না। ইউরোপ এমন সব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে, যাহা বছরের পর বছর ধরিয়া ভারতকে আক্রমণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।রাশিয়া থেকে ভারতের জ্বালানি তেল কিনিবার সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী পশ্চিমি দুনিয়ার দ্বিচারিতাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করিয়া দেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউরোপীয় দেশগুলো ভারতের ঐতিহ্যবাহী তেলের উৎসঅর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কিনিতে শুরু করে। এর ফলে ভারতের সামনে রাশিয়ার বাজার থেকে তেল কেনা ছাড়া উপায় ছিল না।জয়শঙ্কর এক বিস্ফোরক তথ্যে জানান যে, ২০২২ সালে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে রাশিয়ার তেল কিনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, যাহাতে বিশ্ব বাজারে তেলের জোগান স্বাভাবিক থাকে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।তিনি বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বা তুলিয়া নেয়। যখন তাহাদের সুবিধা হয় তখন নীতি একরকম থাকে, আর ভারতের ক্ষেত্রে অন্যরকম।পরিশেষে জয়শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া দেন যে, ভারত কোনো নীতিহীন কাজ করিতেছে না। ভারতের এনার্জি পলিসি বা জ্বালানি নীতি সম্পূর্ণভাবে দেশের মানুষের স্বার্থ, তেলের সহজলভ্যতা এবং সাশ্রয়ী দামের ওপর ভিত্তি করিয়াই পরিচালিত হইতেছে। কোনো নৈতিকতার লেকচার শুনিবার প্রয়োজন ভারতের নাই, কারণ আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির 'খেলাটা' কীভাবে খেলা হয় তাহা ভারত খুব ভালো করিয়াই বোঝে।

ফিনল্যান্ড সফরে গিয়া ইউরোপীয় দেশগুলির ''দ্বিচারিতাকে'' কড়া ভাষায় আক্রমণ করিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানে এক সাংবাদিক ভারতকে রাশিয়ার প্রতি 'অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল' এবং 'রাশিয়ার থেকে তেল কিনিতে অতি-উৎসাহী' বলিয়া অভিযুক্ত করিবার পরই পাল্টা তোপ দাগেন তিনি।কুলতারান্তা টকস'-এ একটি আলোচনায় অংশ নিয়াছিলেন জয়শঙ্কর। সেখানেই ইউরোপের নৈতিক অস্পষ্টতা' তুলিয়া ধরিয়া ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। ভারতকে আক্রমণকারী দেশগুলির কাছে ইউরোপের অস্ত্র বিক্রির প্রসঙ্গ টানিয়া বিদেশমন্ত্রী সাফ জানান, ভারত কখনও ইউরোপের ক্ষতি করিবার মতো কোনও কাজ করেনি।বিদেশমন্ত্রীর স্পষ্ট মন্তব্য, 'ভারতীয় অস্ত্র দিয়া কোনও ইউরোপীয় দেশে হামলা চালানো হয়নি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ইউরোপের অস্ত্র নিয়ে আমি এই দাবি করীতে পারছি না।'নিজের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়া তিনি পুনরায় জোর দিয়া বলেন, 'ইউরোপ এমন সব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে, যাহা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু এখন নয়, বহু বছর ধরিয়া চলিতেছে। আমরা ভারতীয়রা কখনও এমন কিছু করিনি যাহা ইউরোপের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে। আমার মনে হয়, এটা অত্যন্ত যৌক্তিক একটি কথা।'রাশিয়া থেকে তেল কিনিবার বিষয়েও পরিস্থিতি স্পষ্ট করেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখিতেই খোদ আমেরিকা ভারতকে রাশিয়ার থেকে তেল কিনিবার অনুরোধ করিয়াছিল।দাম এবং বাজারে কতটা পাওয়া যাইতেছে , তাহার ওপর ভিত্তি করিয়াই আমি তেল কিনি।' জয়শঙ্কর মনে করাইয়ায়ে দেন, 'সেই সময় বাজারে মজুত তেলের একটা বড় অংশই আসছিল রাশিয়া থেকে। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলি মূলত পশ্চিম এশিয়ার তেল কিনছিল, যাহা প্রথাগতভাবে আমাদের প্রধান সরবরাহকারী ছিল।' কূটনীতিক জয়শঙ্কর আরও যোগ করেন, 'পরিস্থিতিই আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল।'এরপরই আমেরিকার ''নীতিগত স্ববিরোধিতা''কে কাঠগড়ায় তোলেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি মনে করাইয়া দেন, মার্কিন প্রশাসন প্রথমে রুশ তেল কিনিবার জন্য ভারতের ওপর কর চাপাইয়াছিল, কিন্তু পরে আবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেয়।আমেরিকাকে বিঁধিয়া জয়শঙ্করের মন্তব্য, 'এখন যদি পরিস্থিতি দেখেন, রাশিয়া থেকে তেল কিনিবার জন্য আমাদের ওপর কর চাপানোর পর আমেরিকা আবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলিয়াও নিয়াছে। তাই এর মধ্যে কোনও মহান আদর্শ লুকাইয়া রহিয়াছে, এমন ভান করিবার প্রয়োজন নাই।

ইউক্রেন সংঘাত মিটাইতে ভারত বরাবরই আলোচনা ও কূটনীতির পথ অনুসরণের পক্ষে সওয়াল করিয়াছে। একই সঙ্গে রুশ তেল আমদানির বিষয়ে দিল্লির অবস্থান স্পষ্ট করিয়া ভারত বারবারই জানাইয়াছে, দেশের জাতীয় স্বার্থ, নাগরিকদের কল্যাণ এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখিয়াই বিশ্ববাজার থেকে তেল কেনা হইতেছে।

## কোটি টাকা খরচেও বেহাল কৈলাশহর-রাঙ্গাউটি রাস্তা, দুর্ভোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১২ জুন: বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে কৈলাশহর-রাঙ্গাউটি রাস্তা। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রাস্তার বরাত পায় রাজ্যের একটি নামি ঠিকাদার সংস্থা। তাড়াহুড়ো করে নির্বাচনের আগে এই ৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পের আওতায় কাজ করা হয়। খরচ হয় কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু পুরো রাস্তাটি পাথর দ্বারা মেটেলিং করা হলেও সেই সময় পাথরের সঙ্গে বালুর পরিমাণ ছিল বেশি। যার কারণে প্রতি বছর রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়। অল্প বৃষ্টি হলেই ছোট ছোট গর্ত তৈরি হয় আর তা থেকেই শুরু হয় রাস্তার ভাঙন। ঠিকাদারের পক্ষ থেকে রাস্তা নির্মাণ করার পর দুইবার মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তা নিয়ে বহু আন্দোলন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলেও ঠিকাদারের দায়িত্ব পাঁচ বছর মেরামত করা। কিন্তু এত নিম্নমানের কাজ হয়েছিল যে প্রতি সাত-আট মাস পরেই রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়।

এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শত শত গাড়ি, বাইসাইকেল, অটো, বড় গাড়ি, রিক্সা যাতায়াত করে। কৈলাশহরের উত্তরাঞ্চলের একমাত্র এই রাস্তা শহরের প্রাণকেন্দ্র। আর এই রাস্তার বেহাল দশায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। ছোট ছোট গাড়ি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। টুকটুক, রিক্সা চালানোও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ডাকবাংলা থেকে কুবঝার, কুবঝার থেকে টিলাবাজার এবং টিলাবাজার থেকে রাঙ্গাউটি রাস্তায় মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত। যান চলাচল কার্যত অসম্ভব। তাই অতিসত্বর এই রাস্তাটি মেরামত করার দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

# সমসাময়িক ভারতবর্ষের এক প্রকৃত “যুগপুরুষ” প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি



শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

২০২৬ সালের ১০ই জুন, ভারত তার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, যখন শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪,৩৯৯ দিনের নিরবচ্ছিন্ন সেবা পূর্ণ করেন এবং একটানা পদে অধিষ্ঠিত ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নজীর গড়েন। এই ঐতিহাসিক মাইলফলকটি কেবল দেশ গঠনে তাঁর অটল অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে না, বরং তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি ভারতের জনগণের স্থায়ী আস্থা ও বিশ্বাসকেও প্রস্ফুটিত করে। এটি তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, জাতির উন্নয়নে অক্লান্ত অঙ্গীকার এবং ভারতের জনগণের কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার প্রতিফলন।

জাতির প্রধান সেবক হিসেবে শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সুশাসন এবং রাষ্ট্র প্রথম (জাতি প্রথম)-এর নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভারতে এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের যুগের সূচনা করেছেন। ঠিক যেমন ইতিহাস মানব দাসত্বের অভিশাপের অবসান ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে তাঁর অটল নেতৃত্বের জন্য আব্রাহাম লিঙ্কনকে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে ২৫ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে তুলে আনার জন্য স্মরণ করবে। তাঁর দূরদৃষ্টি, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং রূপান্তরমূলক শাসনের মাধ্যমে অগণিত পরিবার সুযোগ, মর্যাদা এবং আশার দ্বারা ক্ষমতায়িত হয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে সক্ষম করেছে। মানব সেবায় একটি যুগান্তকারী কৃতিত্ব হিসেবে তাঁর অবদান ইতিহাসের পাতায় খোদিত থাকবে।

তাছাড়াও, তাঁর যুগান্তকারী উদ্যোগগুলো শিক্ষা, আবাসন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং খাদ্য সুরক্ষার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৪ কোটিরও বেশি নাগরিককে উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে ১২ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছে, যা অগণিত পরিবারের জন্য মর্যাদা ও উন্নত জীবনমান বয়ে এনেছে। ২০২০ সাল থেকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রায় ৮০ কোটি মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে, এবং এটিও নিশ্চিত করেছে যে কোনো অসহায় নাগরিক যেন বাদ না পড়েন। অধিকন্তু, ৪ কোটিরও বেশি পরিবার একটি নিরাপদ ও স্থায়ী বাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেছে, যা তাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের আশাকে আরও শক্তিশালী করেছে। সম্মিলিতভাবে, এই উদ্যোগগুলো সহানুভূতিশীল শাসন এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের কল্যাণের প্রতি এক অটল প্রতিশ্রুতির স্থায়ী প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজীর দূরদৃষ্টি সমাজের প্রতিটি স্তরকে, যেমন - নারী, যুবক, কৃষক এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন করেছে। তিন কোটিরও বেশি লাখপতি দিদির আবির্ভাব প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদির নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দূরদৃষ্টির এক শক্তিশালী প্রমাণ, অন্যদিকে নারী শক্তি কর্মসূচির অধীনে গৃহীত উদ্যোগগুলো নারীদেরকে দেশ গঠনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম করেছে। নতুন নতুন আইআইটি, এইমস, মেডিকেল কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, যা দেশের যুবকদের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে ভারত এক উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছে। বন্দে ভারত ট্রেন, বিমানবন্দর, মহাসড়ক এবং রেলস্টেশনের দ্রুত সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত যুগান্তকারী সংযোগ প্রকল্প পর্যন্ত, শ্রী মোদীর নেতৃত্ব এক আধুনিক, সংযুক্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই অর্জনগুলি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই ত্বরান্বিত করেনি, বরং দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করেছে। ডিজিটাল উদ্ভাবন, সেমিকন্ডাক্টর মহাকাশ প্রযুক্তি, টিকা'র উন্নয়ন এবং মোবাইল উৎপাদনে ভারত বিশ্বসেরা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এর বৈশ্বিক মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিকাশ ভি, বিরাসাত ভি: তামিল ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো, তামিলনাড়ুকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকে যা সত্যিই অনন্য করে তুলেছে, তা হলো তাঁর এই অটল বিশ্বাস যে, অগ্রগতি এবং ঐতিহ্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ নয়, বরং পরিপূরক শক্তি। তাঁর “বিকাশ ভি, বিরাসত ভি”- এই দূরদর্শী দর্শনের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি জাতি তার সভ্যতার ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রোথিত থেকেও দ্রুত আধুনিকীকরণের পথে এগোতে পারে। তাঁর নেতৃত্বে ভারত পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং সমাজকল্যাণে যুগান্তকারী উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছে, এবং একই সঙ্গে তার প্রাচীন সংস্কৃতি, ভাষা, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রতি এক নবজাগরিত গর্ব অনুভব করেছে। পবিত্র স্থান পুনরুদ্ধার, সাংস্কৃতিক প্রতীকের পুনরুজ্জীবন, ধ্রুপদী ভাষার উদযাপন, কিংবা অমূল্য প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ- যেটাই হোক না কেন, তাঁর শাসনে আধুনিক আকাঙ্ক্ষা ও শাশ্বত মূল্যবোধের এক বিরল সমন্বয় প্রতিফলিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজীর দৃষ্টিভঙ্গি জাতি গঠনের ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, বরং একটি জাতির তার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, লালন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতার দ্বারাও পরিমাপ করা হয়। তাঁর “বিকাশ ভি, বিরাসত ভি” দর্শনটি এক আত্মবিশ্বাসী ও পুনরুজ্জীবিত ভারতের জন্য পথনির্দেশক নীতিতে পরিণত হয়েছে - এমন এক ভারত যা তার গৌরবময় অতীতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থেকে সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই দর্শনের অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী হলো তামিলনাড়ু এবং বিশ্বব্যাপী তামিল সম্প্রদায়, যাদের সমৃদ্ধ ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতাগত ঐতিহ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি, উদযাপন এবং সমর্থন লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজির নেতৃত্বে গৃহীত রূপান্তরমূলক উদ্যোগগুলো থেকে তামিলনাড়ু ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চেন্নাই মেট্রো রেল সম্প্রসারণ, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসওয়ে, তামিলনাড়ু প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোর, বন্দর ও বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ, জাতীয় মহাসড়কের সম্প্রসারণ, রেল স্টেশনগুলোর পুনর্নির্মাণ এবং নতুন পাম্বান রেল সেতু। ভারতের প্রথম ভার্টিকাল লিফট সি ব্রিজ, নতুন পাম্বান রেল সেতুর উদ্বোধন একটি যুগান্তকারী সাফল্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে, যা রামেশ্বরমের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করেছে এবং ভারতের প্রকৌশলগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে অবিচলভাবে অনুসরণ করার ফলে তামিলনাড়ু ইলেকট্রনিক্স, মোবাইল ফোন এবং আইফোন উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে। শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি'র মতো এমন ধারাবাহিকতা, দৃশ্যমানতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের মাধ্যমে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীই তামিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, যা তামিল সভ্যতাকে নতুন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ভারত এবং বিদেশে, তামিলের প্রাচীনত্ব এবং সাহিত্যিক সমৃদ্ধির প্রতি তাঁর ধারাবাহিক উদযাপন বিশ্বজুড়ে তামিলদের হৃদয়ে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘে মহান তামিল ঋষি কানিয়ান পুঙ্গুনরানারের অমর বাণী উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী মোদীজি'র উচ্চারণ তামিল সভ্যতা এবং ভারতের জন্য এক পরম গর্বের মুহূর্ত ছিল। এই গভীর বার্তাটি বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে তিনি তামিল সংস্কৃতি এবং এর সমৃদ্ধ সভ্যতার ঐতিহ্যে নিহিত শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। মানবতা উপলব্ধি করল যে, কার্ল মার্কের বহু শতাব্দী পূর্বেই তামিলরা “এক মানবতা”-র মহৎ ধারণার প্রবক্তা ছিল। “বসুধৈব কুটুম্বকম” উদ্যোগটিও এই একই দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কাশী তামিল সঙ্গমম এবং সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম-এর মতো উদ্যোগগুলি সাংস্কৃতিক বন্ধনকে শক্তিশালী করেছে এবং আমাদের জাতিকে একত্রিতকারী চিরস্থায়ী সভ্যতার যোগসূত্রকে তুলে ধরেছে। আমাদের নতুন সংসদ ভবনে সেঙ্গোলের স্থাপন ভারতের গণতান্ত্রিক ও সভ্যতার ঐতিহ্যে তামিলনাড়ুর অবদানের এক উপযুক্ত স্বীকৃতি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীজীর গঙ্গাইকোন্ডা চোলপুরম সফর চোলদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে এবং বিদেশ থেকে অমূল্য শিল্পকর্ম ও পুরাকীর্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, যার মধ্যে সাম্প্রতিক আনাইমঙ্গলম চোল-যুগের তাম্রলিপিও রয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মন্দির, ঐতিহ্যবাহী স্থান, ধ্রুপদী সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাঁর সমর্থনের পাশাপাশি এই প্রচেষ্টাগুলি তামিল সভ্যতার বিশ্বমর্যাদাকে উন্নত করেছে এবং তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর চিরস্থায়ী শ্রদ্ধাকে প্রতিফলিত করেছে।

উপসংহার : প্রতিটি যুগেই ইতিহাসে এমন নেতাদের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের দূরদৃষ্টি ও কর্ম তাঁদের সময়ের সীমানা অতিক্রম করে যায়। এই ধরনের ব্যক্তিরা “যুগপুরুষ” হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকেন, কারণ তাঁরা একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব, জাতির উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার এবং জনগণের প্রতি অক্লান্ত সেবার মাধ্যমে তিনি সমসাময়িক ভারতের এক প্রকৃত “যুগপুরুষ” হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, শ্রী নরেন্দ্র মোদির যোগ্য নেতৃত্ব জাতিকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের দিকে পরিচালিত করবে।

# ছোট শহর থেকে বিশ্বমানের ক্যাম্পাস: স্বপ্নকে ডানা মেলতে যেভাবে সহায়তা করে শিক্ষাবৃত্তি



শ্রী সুধাংশ পন্ত

ভারতের গ্রাম ও ছোট শহর থেকে শুরু করে অক্সফোর্ড ও জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর ও সবুজ-শ্যামল প্রাঙ্গণ 'ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ' (এন ও এস) কর্মসূচিটি মহাদেশজুড়ে মানুষের স্বপ্নপূরণের যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

ত্রিপুরার এক প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামে বেড়ে ওঠা দীপায়ন ভৌমিকের স্বপ্ন ছিল স্থপতি হওয়ারযদিও আন্তর্জাতিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। তবে পড়াশোনায় অদম্য অধ্যবসায় এবং 'ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ'-এর সহায়তায় দীপায়ন জার্মানির স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আর্কিটেকচার অ্যান্ড আরবান ডিজাইন' (স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা) বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পান।

জার্মানিতে বসবাস, পড়াশোনা ও কাজের সুবাদে তিনি এক বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসেন; এই অভিজ্ঞতা কেবল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং সমাজ, টেকসই উন্নয়ন ও নগর পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেও আমূল বদলে দেয়। স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারত ও জার্মানিউভয় দেশের কর্মপদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। বর্তমানে দীপায়ন নিজস্ব স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন; পেশাগত কাজের মাধ্যমে তিনি যেমন সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখছেন, তেমনি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। তিনি সেই শত শত 'তফসিলি জাতি' ভুক্ত শিক্ষার্থীদের একজন, যাদের জীবনের গতিপথ 'ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ' (এন ও এস)-এর কল্যাণে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। ভারত সরকারের এই উদ্যোগটি বিদেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট পর্যায়ের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পের আওতায় টিউশন ফি, যাতায়াত ও জীবনযাত্রার ব্যয়সহ পড়াশোনা- সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ বহন করা হয়; ফলে বিশ্বমানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়াটা আর শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না।

এমন শত শত ঘটনা রয়েছে যেখানে কোনো পরিবার প্রথমবারের মতো পাসপোর্ট দেখেছে; আবার এমন অনেক অভিভাবকও আছেন যাঁরা নিজেদের দেশের কোনো কলেজেই হয়তো কখনো পা রাখেননি, অথচ তাঁরাই তাঁদের সন্তানদের সুদূর কোনো দেশে পড়াশোনার জন্য পাঠাচ্ছেন।

২০১৪ সাল থেকে, “এনওএস” প্রকল্পটি এমন সব পরিবারের শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে আসছে যাদের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার কম; এর মাধ্যমে তারা যুক্তরাজ্য থেকে জার্মানি কিংবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়ার মতো ২১টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। এমন অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে, বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার জন্যও হয়তো কাছের কোনো সাইবার ক্যাফেতে যাওয়ার প্রয়োজন হতো।

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রসায়নে পিএইচডি সম্পন্নকারী প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. বৈথিলিঙ্গম রাজেন্দ্রন বেড়ে উঠেছেন দিনমজুর বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে। তিনি তাঁর স্কুল ও স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছিলেন স্থানীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং উচ্চশিক্ষার সময় তাঁকে তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তবুও, অদম্য সংকল্প ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি সফলভাবে ডক্টরেট সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল কর্মজীবন গড়ে তোলেন।

এই শিক্ষার্থীরা বিদেশ থেকে কেবল কোনো ডিগ্রি বা উচ্চ বেতনের চাকরিই নিয়ে আসে না, বরং তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বয়ে আনে আশা, অগণিত সুযোগ এবং নতুন সব আকাঙ্ক্ষা। “ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ”-এর মতো বৃত্তিগুলোকে প্রায়শই কেবল আর্থিক সহায়তার কর্মসূচি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে, এগুলো হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। উন্নত দেশগুলো কেবল রাস্তাঘাট, সেতু বা বিমানবন্দর দিয়ে গড়ে ওঠে না; শ্রেণিকক্ষেও তাদের ভিত্তি রচিত হয়। এই ধরনের বৃত্তির সুবাদে যারা দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে যায়, তারা এমন আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অর্জন করে ফিরে আসে যা ভারতের “বিকশিত ভারত @ ২০৪৭” -এর লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখতে সক্ষম। একটিমাত্র বৃত্তির সুদূরপ্রসারী সুফল বা “কম্পাউন্ডিং রিটার্ন” ঠিক এভাবেই পাওয়া যায়।

বৃত্তির গুরুত্ব কেবল শিক্ষার জন্য অর্থায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষার্থীদের জন্য এমন এক স্থিতিশীল পরিবেশ বা “ইকোসিস্টেম” গড়ে তোলে যা তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরিবিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে, যারা প্রথমবারের মতো নতুন কোনো শিক্ষাগত ও সামাজিক পরিমণ্ডলে পা রাখছে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য চ্যালেঞ্জটি কেবল ভর্তির সুযোগ পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আসল চ্যালেঞ্জ হলো এরপরও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াযেমন ব্যয়বহুল শহরে জীবনযাত্রার খরচ সামলানো, বই বা ডিজিটাল ডিভাইস কেনা, আবাসন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো। বৃত্তি এক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাকারী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যা শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন এসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে সক্ষম করে তোলে।

এই বৃত্তি কর্মসূচিটি কোনো রকম আড়ম্বর ছাড়াই পরিচালিত হয়। এতে নেই কোনো জমকালো প্রচার-প্রচারণা কিংবা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা। গত ১২ বছরে, মেধার ভিত্তিতে ৭৬৪ জন শিক্ষার্থীকে বিশ্বের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সব আন্তর্জাতিক কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অনেক দিক থেকেই “ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ” প্রকল্পটি অনন্য, কারণ এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিশেষ ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষারত একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেকোর্স চলাকালীন টিউশন ফি, জীবনযাত্রার ব্যয়, বিমানভাড়া, বিমা এবং অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত খরচ মিলিয়েমোট আর্থিক সহায়তার পরিমাণ প্রায়শই ১ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় এবং তা ২ কোটি টাকা পর্যন্তও পৌঁছাতে পারে।

বিশ্বজুড়ে এমন খুব কম সরকারি বৃত্তি কর্মসূচিই রয়েছে যা আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী কোনো শিক্ষার্থীর পেছনে এতটা বড় আকারের বিনিয়োগ করে। এই সহায়তার গুরুত্ব কেবল প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও নিহিত। এটি এমন এক জাতীয় অঙ্গীকারের প্রতিফলন, যার লক্ষ্য হলোআর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সুযোগ লাভের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত মেধা ও সম্ভাবনার বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদাহরণ হলো এই উদ্যোগ। তফসিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতের বৃত্তি ব্যবস্থাযার আওতায় দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগও অন্তর্ভুক্তএই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। এটি স্বীকার করে যে, সামাজিক ও শিক্ষাগত উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিকতা, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা। অনেক গ্রাম ও মফস্বল শহরে একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য পুরো প্রজন্মের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। পরিবারের ছোট ভাই-বোনেরা তখন আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। একটি গ্রাম তখন বিদেশের মাটিতে উচ্চশিক্ষার বিষয়টিকে আর কোনো অসম্ভব স্বপ্ন হিসেবে নয়, বরং একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য হিসেবে দেখতে শুরু করে। অক্সফোর্ড, এমআইটি বা কলম্বিয়ার শ্রেণিকক্ষগুলো হয়তো ভারতের গ্রাম ও মফস্বল শহর থেকে ভৌগোলিকভাবে অনেক দূরে অবস্থিত; তবুও, 'ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ'- এর মতো বৃত্তির কল্যাণে সেই দূরত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে।

'ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ'-এর আবেদন প্রক্রিয়াটি “সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়” দ্বারা পরিচালিত হয়। যোগ্য প্রার্থীরা ২রা জুন ২০২৬-এর মধ্যে 'ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল'-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন

**(লেখক ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগের সচিব। এখানে প্রকাশিত মতামত তাঁর ব্যক্তিগত।)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার গান্ধীঘাটে এমডোনার প্রকল্পের আওতায় নির্মীয়মাণ কালচারাল হাব প্রকল্প পরিদর্শন করেন মিডিয়া ফ্যামিলিয়ারাইজেশন দলের সদস্যরা। সাথে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য।

# খগেন মহন্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য, 'বিহুর রাজা'র অবদান স্মরণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১২ জুন (আইএএনএস) : প্রখ্যাত অসমীয়া লোকসংগীত শিল্পী ও 'বিহুর রাজা' নামে খ্যাত খগেন মহন্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে গীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খগেন মহন্ত কেবল একজন শিল্পীই ছিলেন না, তাঁর কণ্ঠে অসমের সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বিহুর প্রাণবন্ত ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীত আজও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আজ আমরা 'বিহুর রাজা' খগেন মহন্তের পুণ্যতিথিতে তাঁর চিরন্তন উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অসমীয়া লোকসংগীতের এই মহান শিল্পীর কণ্ঠ শুধু গানই গায়নি, বরং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেছে এবং বিহুর চেতনাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও সুর প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।"

অসমীয়া সংগীত জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র খগেন মহন্ত তাঁর সুরেলা কণ্ঠে ঐতিহ্যবাহী বিহু গানের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি অসমের লোকসংগীতকে আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অসমে জন্মগ্রহণকারী এই কিংবদন্তি শিল্পী আজীবন দেশীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করেছেন। তাঁর স্বতন্ত্র গায়কী এবং লোকসংগীত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি অসমের সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর গাওয়া বহু গান আজও বিহু উৎসব ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমান জনপ্রিয়।

সংগীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি জীবদ্দশায় একাধিক সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অসমের বহু লোকসঙ্গীতধারা সংরক্ষিত হয়েছে এবং অসংখ্য শিল্পী তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

মৃত্যুর বহু বছর পরও খগেন মহন্তের সঙ্গীত ও অবদান অসমের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্যের শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন কিংবদন্তি এই শিল্পীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

# বিধায়কদের স্বাক্ষর গরমিল মামলায় ফের সিআইডির তলব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, ১৪ জুন হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ১২ জুন (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলীয় পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিধায়কের স্বাক্ষর গরমিলের অভিযোগে চলা তদন্তে ফের তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যান্দোপাধ্যায়-কে। আগামী ১৪ জুন তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে সিআইডি।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতায় সিআইডি সদর দফতরে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত প্রায় মধ্যরাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, ওই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে মূল রেজোলিউশন বই এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী (মিনিটস) সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তকারীরা মূল রেজোলিউশন বই বর্তমানে কোথায় রয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। এমনকি দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওই নথি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হলে কিছু সময়ের জন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন বলেও জানা গেছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তাদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট থাকায় তাঁকে আবারও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শুধু রেজোলিউশন বই নয়, মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তিনি।

বৃহস্পতিবার রাতে সিআইডি দফতর থেকে বেরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-র হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসভবনে যান। তবে সেখানে কী আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

উল্লেখ্য, টানা তিনবার জিজ্ঞাসাবাদের নোটিশ এড়িয়ে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার শেষ পর্যন্ত সিআইডির সামনে হাজির হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন একক বেঞ্চ তাঁকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সিআইডি দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়।আদালত তাঁকে ২১ দিনের জন্য গ্রেফতার-সহ কোনও জোরপূর্বক পুলিশি পদক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দিলেও তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে তল্লাশি ও অভিযান চালানোর পূর্ণ স্বাধীনতাও সিআইডিকে দিয়েছে আদালত।

# তৃণমূলে ক্রমবর্ধমান সংকটের মাঝে সৌগত রায়ের কটাক্ষ: 'যা হচ্ছে তা অনৈতিক ও অশোভন'

কলকাতা, ১২ জুন (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে দলের সাংসদ সৌগত রায় শুক্রবার কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, দলের কিছু সাংসদ দাবি করছেন যে তাঁরা কোনও নথিতে স্বাক্ষর করেননি, অথচ তাঁদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর মতে, বর্তমানে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে অশোভন।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌগত রায় বলেন, কেউ কেউ বলছেন তাঁরা স্বাক্ষর করেননি, অথচ তাঁদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে একটি স্বাক্ষর-তালিকা ঘুরছে। সেখানে ১৮, ১৯ না ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি শুধু বলতে চাই, তাঁরা যা করছেন তা অনৈতিক এবং অশোভন।

তিনি আরও বলেন, তাঁরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁদের হয়ে প্রচার করেছেন এবং দল পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তাঁরা দল ছাড়ার কথা ভাবছেন? তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং শীঘ্রই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করার পরিকল্পনা করছেন। এসব রাজনৈতিকভাবে সঠিক নয়। আমার মতে, 'অপারেশন লোটাস'-এর কারণেই এসব ঘটছে। বিজেপি নিজেদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সৌগত রায় বলেন, একদিকে বিজেপি নেতা সমীক ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। তিনি সন্ধ্যায় সাংসদ শতাব্দী রায়ের বাসভবনে যান এবং পরে কলকাতায় কয়েকজন অসন্তুষ্ট নেতার সঙ্গেও বৈঠক করেন। তিনি কোনও না কোনওভাবে 'অপারেশন লোটাস' এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯ জন লোকসভা সাংসদের স্বাক্ষরযুক্ত বলে দাবি করা তিনটি পৃষ্ঠা প্রকাশ্যে আসে। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে যে তাঁরা লোকসভায় দলের মূল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন।

তবে এই তিনটি পৃষ্ঠা আদৌ লোকসভার স্পিকারের দপ্তরে জমা দেওয়া কোনও চিঠির অংশ কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শতাব্দী রায়।

প্রকাশিত নথিতে প্রথম স্বাক্ষর রয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এবং দ্বিতীয় স্বাক্ষর শতাব্দী রায়ের। এছাড়াও আরও ১৭ জন তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষর দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এই স্বাক্ষরযুক্ত নথির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

# প্রচার সভায় ইরানের সঙ্গে চুক্তির দাবি ট্রাম্পের পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার আশ্বাস তেহরানের

ওয়াশিংটন, ১২ জুন (আইএএনএস) : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারধর্মী টেলি-র‍্যালিতে অংশ নিয়ে দাবি করেছেন, ইরানের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে যার ফলে দেশটি আর কখনও পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারবে না।আলাবামা ও জর্জিয়ার রিপাবলিকান ভোটারদের উদ্দেশে ভার্চুয়াল প্রচারসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প স্থানীয় নির্বাচনী সমর্থনের পাশাপাশি অভিবাসন, নির্বাচন নিরাপত্তা, অপরাধ দমন এবং বৈদেশিক নীতির মতো জাতীয় বিষয়গুলিও তুলে ধরেন।আলাবামায় মার্কিন সিনেট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ব্যারী-এর সমর্থনে আয়োজিত এক টেলি-র‍্যালিতে ট্রাম্প বলেন, "আমরা ইরানের সঙ্গে বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছি। আমরা একটি চমৎকার চুক্তি করেছি। সেখানে কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না। খুব শিগগিরই মানুষ ঘরে ফিরতে শুরু করবে।"তিনি আরও দাবি করেন, "আমরা যা চেয়েছিলাম সবই পেয়েছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইরানের কাছে কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না। অর্থাৎ তারা তা তৈরি করবে না এবং কিনবেও না।"পরে জর্জিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর সমর্থনে আরেকটি টেলি-র‍্যালিতে ট্রাম্প একই দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আজ আমরা ইরানের সঙ্গে সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছি এবং তারা পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। এটাই ছিল আমাদের প্রধান শর্ত।"

তবে দুই সভাতেই কথিত চুক্তি সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

প্রচারের সময় ট্রাম্প আলাবামায় ব্যারি মুরকে তাঁর "পূর্ণ ও নিঃশর্ত সমর্থন" রয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁকে 'আমেরিকা ফার্স' নীতির অন্যতম সেরা প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেন। সীমান্ত নিরাপত্তা, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং করনীতি নিয়ে মুরের অবস্থানেরও প্রশংসা করেন তিনি।

এছাড়া আলাবামার গভর্নর পদে সাবেক সিনেটর-এর প্রার্থিতা এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে-এর প্রার্থিতাকেও সমর্থন জানান ট্রাম্প।

জর্জিয়ায় ট্রাম্প বলেন, "গভর্নর পদে বার্ট জোন্স আমার পূর্ণ সমর্থনপ্রাপ্ত প্রার্থী। তিনি একজন চমৎকার গভর্নর হবেন।" নির্বাচনী স্বচ্ছতা সংক্রান্ত তাঁর উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্যও জোন্সের প্রশংসা করেন তিনি।

দুই প্রচারসভাতেই ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট-এর অভিবাসন নীতির সমালোচনা করেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে তাঁর প্রশাসনের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে 'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট'-এর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

ট্রাম্প দাবি করেন, তাঁর প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ দেশটিতে আসছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই টেলি-র‍্যালিগুলি রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ট্রাম্পের প্রভাব এখনও কতটা শক্তিশালী, তারই প্রতিফলন।

# মার্কিন-ইরান আলোচনায় দ্রুত অগ্রগতির আশা ভারতের সংঘাত প্রশমনে কূটনৈতিক উদ্যোগের ইঙ্গিত জয়শঙ্করের

হেলসিঙ্কি, ১২ জুন (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান আলোচনায় দ্রুত ইতিবাচক অগ্রগতি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, দীর্ঘায়িত সংঘাত শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্যই নয়, বিশ্বের বহু দেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অনেক দেশই বর্তমানে একপ্রকার 'হতাশ পর্যবেক্ষক'-এর ভূমিকায় রয়েছে।

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত 'কুলতারান্তা টকস'-এ "উদীয়মান শক্তি ও নতুন ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা" শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ নিয়ে জয়শঙ্কর এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলিনা ভালতোনেন এবং লানা নুসেইবেহ।

আলোচনায় জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের অনেক দেশই কার্যত হতাশ পর্যবেক্ষকের অবস্থানে রয়েছে। তবে অনেক দেশই পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতও সেই প্রচেষ্টার অংশ।

তিনি জানান, ভারত এমন কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম, যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই কারণেই নয়াদিল্লি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে কূটনৈতিক উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে মার্কিন-ইরান আলোচনা দ্রুত কোনও ফলপ্রসূ পরিণতিতে পৌঁছাবে। কারণ সংঘাত অব্যাহত থাকলে তা আরও জটিলতা সৃষ্টি করবে।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির জটিলতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল, ইরান এবং উপসাগরীয় দেশগুলির দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এই অঞ্চলে উদ্ভূত যে কোনও সংকট ভারতের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইরানকে ঘিরে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, সাধারণত যে দেশগুলি কোনও যুদ্ধে সরাসরি জড়িত থাকে, তারা নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকে, আর বাইরের দেশগুলি তুলনামূলকভাবে দ্ব্যর্থক অবস্থান গ্রহণ করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বহুস্তরীয়।

ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে আমাদের ভালো এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট চারটি পক্ষের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও গভীরতা এক নয়।

তিনি উদাহরণ হিসেবে উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে প্রায় এক কোটি ভারতীয় বসবাস করেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতের সর্বাধিক প্রবাসী নাগরিকের বাস। পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলি ভারতের প্রধান জ্বালানি সরবরাহকারী এবং শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে।

জয়শঙ্কর আরও বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে ভারতের বৃহৎ প্রবাসী সম্প্রদায়, ব্যাপক বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে। তাই এমন একটি পরিস্থিতিতে, যেখানে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে ভারতের স্বার্থ ও সম্পর্কের ধরন ভিন্ন, সেখানে ভারসাম্য বজায় রেখে সংঘাত মোকাবিলা করা বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি স্পষ্ট করেন যে, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সংঘাতের দ্রুত অবসান ঘটানোই ভারতের প্রধান অগ্রাধিকার।

# বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে মহা বিপর্যয় মোকাবেলা মহড়া, অংশ নিল এনডিআরএফ, সিডিআরএফ, বিএসএফ-সহ একাধিক বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১২ জুন: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড কিংবা যুদ্ধকালীন জরুরি পরিস্থিতি যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কীভাবে দ্রুত, সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো এক বৃহৎ বিপর্যয় মোকাবেলা মহড়া। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহড়ায় বিভিন্ন উদ্ধারকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বিত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত দর্শক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে।মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক (এসডিএম) বিংকি সাহা, এনডিআরএফ-এর কমান্ডেন্ট, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, ডিসিএম, চড়িলাম ও বিশালগড় ব্লকের বিডিও সহ প্রশাসনের একাধিক পদস্থ কর্মকর্তা। এছাড়াও অংশগ্রহণ করে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স, বিএসএফ, ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মীরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।মহড়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'এয়ার রেইড মক এক্সারসাইজ'। আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিমান হামলার ঝুঁকি ও তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে কীভাবে নিরাপদ রাখা যায়, সেই বিষয়ে বাস্তবসম্মত প্রদর্শন করা হয়। সাইরেন বাজানোর পর কীভাবে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে, কীভাবে আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে এবং কীভাবে উদ্ধারকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে , এসব বিষয় হাতে-কলমে প্রদর্শন করা হয়।

মহড়ায় বিভিন্ন কৃত্রিম বিপর্যয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে উদ্ধারকারী বাহিনীগুলির দক্ষতা ও প্রস্তুতিরও পরীক্ষা নেওয়া হয়। আহতদের উদ্ধার, অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, জরুরি চিকিৎসা প্রদান এবং জনসাধারণকে সচেতন করার নানা দিক তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সাধারণ মানুষও এই মহড়া থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।এ প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক বিংকি সাহা জানান, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, যুদ্ধকালীন বা অন্যান্য মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের প্রস্তুত থাকা অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের মহড়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, "যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলাই জীবন রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া।"প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে, দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধুমাত্র সরকারি বাহিনীর দক্ষতা যথেষ্ট নয়; সাধারণ মানুষের সচেতনতা, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিয়মিত এই ধরনের মহড়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রস্তুত করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমগ্র মহড়া জুড়ে বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বিত তৎপরতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন মহড়া শুধু প্রশাসনিক প্রস্তুতিরই পরিচয় দেয় না, বরং সংকটের সময় মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

# কেইএম হাসপাতাল ডা. সেজল পাওয়ারের বিতর্কিত মন্তব্যে তদন্ত শুরু করেছে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা

মুম্বই, ১২ জুন (আইএএনএস): মুম্বইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল (কেইএম) হাসপাতাল তাদের চূড়ান্ত বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রী ডা. সেজল পাওয়ারের বিতর্কিত মন্তব্যের ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। একটি কমেডি শো-তে মৃতদেহ (ক্যাডাভার) নিয়ে তাঁর করা মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও জনরোষ সৃষ্টি হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

হাসপাতালের গঠিত দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি পুরুষ ক্যাডাভার সম্পর্কে ডা. পাওয়ারের 'অশ্রদ্ধাজনক ও অবমাননাকর' মন্তব্য খতিয়ে দেখবে। তদন্ত রিপোর্ট শুক্রবার সন্ধ্যা অথবা শনিবারের মধ্যে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক মাস আগে রেকর্ড করা কৌতুকশিল্পী প্রণীত মোরের একটি অনুষ্ঠানে ডা. পাওয়ারের অংশগ্রহণ ছিল। সম্প্রতি সেই অনুষ্ঠানের প্রায় দুই মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভিডিওতে তিনি পুরুষ ক্যাডাভার নিয়ে সংবেদনহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যার মধ্যে মানবদেহের যৌনাঙ্গের আকার নিয়ে তুলনাও ছিল। এই মন্তব্যের জেরে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভের ঝড় ওঠে এবং মুম্বই পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে, তদন্ত কমিটি গঠনের একদিন আগে কেইএম-এর রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের সংগঠন মহারাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অব রেসিডেন্ট ডক্টরস (মার্ড) উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, ডা. পাওয়ারের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া অনলাইন সমালোচনা ক্রমশ ব্যক্তিগত আক্রমণ ও লক্ষ্যভিত্তিক বিদ্বেষমূলক প্রচারে পরিণত হচ্ছে।

মার্ড বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর মন্তব্য অনুপযুক্ত ছিল এবং তা চিকিৎসা পেশার মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একই সঙ্গে তারা স্বীকার করে যে এই মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আঘাত ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন স্নাতক ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ডা. অনিতা চালক এবং মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শ্রদ্ধা মোরে, যিনি হাসপাতালের সামাজিক মাধ্যম কার্যক্রমও দেখভাল করেন।

তদন্তকারীরা অনুষ্ঠানের প্রায় এক ঘণ্টার সম্পূর্ণ ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করছেন। তাঁরা খতিয়ে দেখছেন, ডা. পাওয়ার অনিচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্য করেছিলেন, নাকি তা কৌতুকের নামে অশালীন রসিকতার অংশ ছিল।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, মৃতদেহের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিষয়ে জাতীয় মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নির্দিষ্ট সামাজিক মাধ্যম নির্দেশিকা আগে থেকেই রয়েছে। তদন্ত কমিটি পুরো ঘটনার ওপর তাদের পর্যবেক্ষণ কেইএম হাসপাতালের ডিনের কাছে জমা দেবে। এরপর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এদিকে, ডা. সেজল পাওয়ার ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টির সংবেদনশীলতা তিনি উপলব্ধি করেন এবং গবেষণার কাজে ব্যবহৃত মৃতদেহকে অসম্মান বা হেয় করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

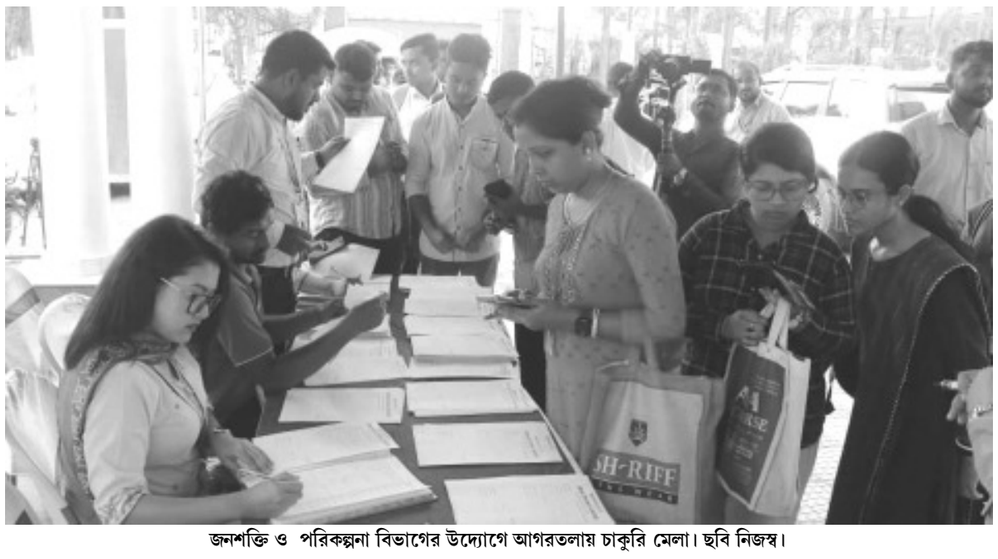

জনশক্তি ও পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে আগরতলায় চাকুরি মেলা। ছবি নিজস্ব।

# কাজের সন্ধান

## রেল মন্ত্রকে আরও ১০৭৯, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** দেশে কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ঠিকানা হলো ভারতীয় রেল মন্ত্রক। নিয়মিতই জারি থাকে এর নিয়োগ প্রক্রিয়া। এই মুহূর্তেও সারা দেশের বিভিন্ন রেল জোনে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে দক্ষিন পূর্বমধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,০৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ১৮ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৮ জুন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিন পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৯-০৫-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন ‘রেলওয়ে’র ওয়েব সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পী/ এনজিপি/ এস.এ.এস/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৪-১৬, তারিখ ১৮ মে, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — নাগপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ৯০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৬টি। এসসি ১৪টি, এসটি ৭টি, ওবিসি ২৪টি, ইডব্লিওএস ৯টি পদ সংরক্ষিত। ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৪১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৭টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ওয়েল্ডার, শূন্যপদ ২২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৬টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (কোপা), শূন্যপদ ১৫৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৩টি। এসসি ২৪টি, এসটি ১২টি, ওবিসি ৪৩টি, ইডব্লিওএস ১৬টি পদ সংরক্ষিত। ৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২৬৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০৭টি। এসসি ৪০টি, এসটি ২০টি, ওবিসি ৭৩টি, ইডব্লিওএস ২৭টি পদ সংরক্ষিত। ১১টি শারীরিকপ্রতিবন্ধী এবং ২৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি। এসসি ৪টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৭টি, ইডব্লিওএস ২টিপদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ৩৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৯টি, ইডব্লিওএস ৩টিপদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৮) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৪৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৮টি। এসসি ৭টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১২টি, ইডব্লিওএস ৪টিপদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিকনং (৯) ঃ ওয়ারম্যান, শূন্যপদ ৪৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৯টি। এসসি ৭টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১২টি, ইডব্লিওএস ৫টিপদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, শূন্যপদ ২১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি। এসসি ৩টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৬টি, ইডব্লিওএস ২টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মেকানিক ডিজেল, মেশিনিস্ট, টার্ণার, ডেন্টাল ল্যাব টেকনেশিয়ান, হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনেশিয়ান, হেলথ সেনিটারি ইন্সপেক্টর, গ্যাস কাটার, স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), কেবল জয়েন্টার, ডিজিটাল ফটোগ্রাফার, ম্যাসন ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

## আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার পদে ১২,২৫৬ চাকরি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১২,২৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ঃ ২২ জুন। জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। এককথায়, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দপ্তরগুলিতে কয়েক হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুন-তরুনীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা হবে তিনটি ধাপে। টায়ার-১-ও টায়ার-২তে থাকবে অবজেক্টিভ ম্যাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা অনলাইনে। টায়ার-৩-এর ক্ষেত্রে পদ অনুযায়ী পার্সোনালিটি টেস্ট/ ইন্টারভিউ। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি বা স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা নেওয়া হবে এপ্রিলে। এতে সফল হলে পরবর্তী সময়ে মেন পরীক্ষায় বসতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। শেষ তারিখ ২২ জুন। অনলাইনে করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি দিতে হবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি দেবেন অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ইনস্পেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স/ সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেনটিভ অফিসার/ এগজামিনার/ ইনস্পেক্টর অফ পোস্টস / অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার/ ইনস্পেক্টর (সিবিএন), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অডিটর/ ইউডিসি/ ট্যাক্স অ্যাসিঃ এবং জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাউন্ট্যান্ট/ কম্পাইলার/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছর। অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছর। এছাড়া স্ট্যাটিস্টিকাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।। পদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ২৬ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ওবিসি হলে ১৩ এবং তফশিলি হলে ১৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়া গ্রুপ-সি পদের জন্য বিধবা/ বিবাহবিচ্ছিন্ন/ ডিভোর্সী মহিলারাও নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে কম্পাইলার পদের ক্ষেত্রে কম্পালসরি বা ইলেক্টিভ বিষয় হিসেবে ইকনোমিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স/ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর পদের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স/ ইকনোমিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা কমার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ১টি বছরে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দক্ষতা থাকা চাই। ট্যাক্স অ্যাসিঃ পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ৮০০০ কম্পিউটার কি ডিপ্রেশনের গতি থাকা চাই।

কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপজোকের ব্যাপার রয়েছে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেন্টিভ অফিসার/ এগজামিনার) পদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি। তফশিলি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতার ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফশিলি উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেনঙ্গ দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চমশা ছাড়া/ চশমা সহ দূরের ক্ষেত্রে একচোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯ । কাছের ক্ষেত্রে একচোখে ০.৬ এবং অন্য চোখে ০.৮। সব ক্ষেত্রেই মূল মাইনে পে লেভেল ৪ থেকে ৮ পর্যন্ত। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, রেলওয়ে, এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স) ক্ষেত্রে পে লেভেল ৮ (৪৭,৬০০ - ১,৫১,১০০ টাকা)। ইনস্পেক্টর (ইনকাম ট্যাক্স, প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এগজামিনার), অ্যাসিঃ আদার মিনিস্ট্রিজ। ডিপার্টমেন্টস অর্গানাইজেশন, অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৭ (৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা)। অ্যাসিস্ট্যান্ট আদার মিনিস্ট্রিজ/ ডিপার্টমেন্টস/ অর্গাইজেশনস/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই পোস্টস), ডিভিশনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।।, ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৬ (৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা)। অডিটরস, জনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৫ (২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা)।। ইউডিসি , ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) এবং কম্পাইলার পদের ৪ (২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা)।

ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা (কোড নং ৫৬০১)। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র কোথায় হবে তা জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিন। পরীক্ষা কম্পিউটার ভিত্তিক হবে। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টি টিউড, ৫০ নম্বরের ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। সব মিলিয়ে মোট ১০০টি প্রশ্নের জন্য ২০০ নম্বরের অনলাইনে পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে। সময় ২ ঘন্টা। সেখানেও প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েসভিত্তিক। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএসএস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট হবে এবং ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ডেটাএন্ট্রি স্কিল টেস্ট হবে ঘন্টায় ৮০০০ কী ডিপ্রেশন থাকতে হবে।

কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও থাকবে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সইজ/ এগজামিনার/ প্রিভেন্টিভ অফিসার) পদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটা ও ৩০ মিনিটে ৮ কিমি সাইক্লিং। মহিলাদের ক্ষেত্রে ২০ মিনিটে ১ কিমি হাঁটা ও ২৫ মিনিটে ৩ কিমি সাইক্লিং।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ফরেস্ট গার্ড (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফরেস্টার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১,৬০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কমিশনড্ অফিসার, ফ্লাইং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ডিউটি (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ৩০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার (সি.এ.টি)**
শূন্যপদ ঃ ৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ১২,২৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন,
আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে।

## শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরে ২২০ অফিসার নিয়োগ দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** অনিবার্য কারনে অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি বাড়তি সুযোগ। প্রার্থীদের বিশেষ সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনঃপ্রকাশিত হলো। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ইনফরমেশন টেকনোলজির অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০২/২০২৬। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ২০ জুন, ২০২৬ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র ‘অনলাইনে’ দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। এক ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ জুনের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙ্গিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ০২/২০২৬, তারিখ - ২৭ এপ্রিল, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। শূণ্যপদগুলো হল —

পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার ঃ শূন্যপদ ২২০টি। এর মধ্যে ১১৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ২টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৯টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়া, ৩৮টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী (এর মধ্যে ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত) এবং ৬৮টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের) জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) ৩৮টি পদের মধ্যে ১৩টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ৬৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ১১৪টি পদের মধ্যেও ৩৮টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ইনফরমেশন টেকনোলজির অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-৩ অনুযায়ী ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১৩ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধবসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ই-মেলে বা কল লেটারে জানানো হবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, করবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** * রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে **ফরেস্ট গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে **ফরেস্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৬০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **কমিশনড্ অফিসার, ফ্লাইং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ডিউটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৬ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুন, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে, আই.টি সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ৩০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে **জুনিয়র একাউন্ট্যান্ট, একাউন্টস অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২,২৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুন, আগস্ট/ সেপ্টেম্বরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে।

# কার্গিল যুদ্ধের বীর সেনানীদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মার সৌজন্য সাক্ষাৎ




মুম্বাই, ১২ জুন : মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা মুম্বাইয়ের লোক ভবনে কার্গিল যুদ্ধের প্রবীণ সেনা নায়েক দীপচাঁদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আদর্শ সৈনিক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রাক্তন সেনাসদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রাক্তন সেনাদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ, আসন্ন কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে পরিকল্পিত কর্মসূচি এবং দেশের সেনাসদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এ সময় কার্গিল যুদ্ধসহ বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন সেনারা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের সেবায় নিয়োজিত সৈনিকদের আত্মত্যাগ, অবদান এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়েও আলোকপাত করেন।

রাজ্যপালের এই বৈঠক প্রাক্তন সেনাদের সম্মান ও কল্যাণে সরকারের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

## অবরোধ প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র ও ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ একাধিক শর্ত এখনও কার্যকর করা হয়নি।

মোহনপুর মহকুমার সুবলসিং, জিরানিয়া মহকুমার সাধুপাড়া সেতু এলাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার ভৃগুদাসবাড়িএই তিনটি স্থানে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিশেষ করে সাধুপাড়া সেতু এলাকায় বিপুল সংখ্যক আন্দোলনকারী জড়ো হয়ে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। ফলে শত শত যাত্রী দুর্ভোগের শিকার হন।

অবরোধের প্রভাব পড়ে রেল পরিষেবাতেও। ভৃগুদাসবাড়ি এলাকায় আন্দোলনকারীরা রেলপথ অবরোধ করলে আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনকে মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়। এই অবরোধের কারণে কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং অন্যান্য জরুরি কাজে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। বহু যাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বারবার অবরোধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ মানুষই।

এক যাত্রী বলেন, "অবরোধের আগে ঘোষণা করা হয় ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার তাৎক্ষণিক কোনও সমাধান থাকে না। মানুষ উন্নয়নের সুফল প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছাতে দেখতে চায়।"অন্য এক যাত্রীর বক্তব্য, পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে দিনমজুর ও নিত্যযাত্রীদের আর্থিক ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয় ।অবরোধের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায় আগরতলার রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে। দূরপাল্লার বাস পরিষেবা কার্যত ব্যাহত হয় এদিন। কিছু ছোট যানবাহন কেবল মোহনপুর পর্যন্ত চলাচল করলেও খোয়াই হয়ে কৈলাসহরের দিকে যাওয়া গাড়িগুলোর পরিষেবা এদিন দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৪৫০ জন আদিবাসী যুবক, যাঁরা সকলেই প্রাক্তন জঙ্গি, পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলার তিনটি স্থানে জাতীয় সড়ক-৮ এবং রেলপথ অবরোধ করেন। জাতীয় সড়ক-৮ ত্রিপুরার জীবনরেখা হিসেবে পরিচিত এবং রাজ্যটিকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করা একমাত্র রেলপথও এটি ।আন্দোলনকারী নেতাদের দাবি, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ।পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সিপাহিজলা জেলার জামপুইজলায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) ৭ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর জঙ্গিরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন। সেই সময় তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে মূলস্রোতে ফেরার অঙ্গীকার করেন।

প্রাক্তন এনএলএফটি নেতা প্রসেনজিৎ দেববর্মা বলেন, বিভিন্ন শান্তি চুক্তির আওতায় প্রায় ১,২০০ প্রাক্তন জঙ্গি পুনর্বাসন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আশায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু বহু প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি। তাঁর অভিযোগ, দুই বছরেরও বেশি সময় আগে অনেক প্রাক্তন জঙ্গি স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ৭৯ জন পুনর্বাসন প্যাকেজের সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন ।দেববর্মার দাবি, কেন্দ্র সরকার ২৫০ কোটি টাকার একটি পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে আর্থিক সহায়তা, জীবিকা সৃষ্টির সুযোগ, কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সেই প্যাকেজের বহু দিক এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এর ফলে বিপুল সংখ্যক প্রাক্তন জঙ্গি এখনও আর্থিক সংকট ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁরা আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার কাছেও একাধিকবার স্মারকলিপি জমা দেওয়া হলেও কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

প্রসেনজিৎ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমাদের দাবি ও সমস্যার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলার তিনটি স্থানে ৭২ ঘণ্টার জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধে যেতে বাধ্য হয়েছি ।এদিকে সময় বাড়ার সাথে সাথে ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে দুপুর নাগাদ এদিন আন্দোলন স্থলে পৌঁছান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পুলিশ মহাপরিদর্শক (গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা) কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা ।আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা আলোচনায় আন্দোলনকারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধকারীরা দুপুরের পর রেল ও সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এর সঙ্গে বনধও প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হয়, ফলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের এই আন্দোলন আগামী দিনে কোন দিকে মোর নেয় সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

## জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দাবিদাওয়া আলোচনার মাধ্যমে এবং পুনর্বাসন প্যাকেজের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের পুনর্নিয়োগের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিশেষ পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের কাজে লাগানো হলেও দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের বহাল রাখা নিয়ে অধিক স্বচ্ছতার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, নির্মাণ শ্রমিক এবং বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পের উপভোক্তাদের পাওনা অর্থ প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধানে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আইনি জটিলতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিরোধী দলনেতা। ২০০৯ সালের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মরত শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, অনেক শিক্ষক অবসরের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন এবং রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ১২ হাজার শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। বহু বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে চলছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি ।এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করার পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজন হলে রিভিউ পিটিশন দাখিলের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা।

## প্রতিবাদ দিল্লির

● প্রথম পাতার পর

এর আগে বুধবারও ওমান উপকূলের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনায়, বিশেষ করে 'সেন্তেবেলো' নামের জাহাজে তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর পর, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিল নয়াদিল্লি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানায় যে তারা বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে "সরাসরি যোগাযোগ" বজায় রেখেছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা আইএএনএস-কে বলেন, এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার এক আন্তঃমন্ত্রকীয় সাংবাদিক বৈঠকে জানান, হামলার শিকার তিনটি জাহাজই বিদেশি পতাকাবাহী। এর মধ্যে দুটি পালাউয়ের পতাকাবাহী এবং একটি গিনির পতাকাবাহী। এগুলি ভারতীয় মালিকানাধীন নয়। তিনি আরও বলেন, দুটি জাহাজ মার্কিন ওএফএসি-এর নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল এবং একটি 'নন-কমপ্লায়েন্ট' জাহাজ হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার মাসকাটে ভারতীয় দূতাবাস জানায়, ওমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এমটি জলভীর জাহাজে থাকা ২০ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।বুধবার ওমান উপকূলের কাছে 'সেন্তেবেলো' নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে। জাহাজটিতে থাকা ২৪ জন ভারতীয় নাবিকের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তিনজনের মৃত্যু হয়।

এর আগে ৮ জুন 'এমটি মারিভেক্স' নামের আরেকটি জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণে অবস্থানরত ওই জাহাজে ২৪ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন।

## মন্ত্রীরতন

● প্রথম পাতার পর

করতে পুলিশ রিপোর্টসহ একাধিক তদন্ত প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে কোনো যোগ্য সদস্য আছেন কি না, তাও যাচাই করা হয়। সব রিপোর্ট আসার পর আমার সভাপতিত্বে একটি স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে আইন বিভাগের সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তা, আইজি পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন প্রতিনিধি থাকেন। এখন পর্যন্ত ৩৮টি আবেদন এসেছে, যার মধ্যে ১৮ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ১১ জনের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। ৫টি আবেদন রাজনৈতিক প্রমাণ না থাকায় বাতিল করা হয়েছে এবং ৪টি আবেদন তদন্তাধীন রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের সময় বহু ঘটনার সঠিক নথি বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ রেকর্ডও অনুপস্থিত। আমরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে কোনো রাজনৈতিক রঙ দেখি না বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেসসব ক্ষেত্রেই আমরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বিবেচনা করি," তিনি মন্তব্য করেন।

**পথনাটিক, যাদু ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি**

**File No. F.3(10-138)/IEC/Folk Campaign/ TSACS/2024-25**

ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক পথনাটিক, যাদু, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার জন্য নাট্যদল ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করছে। গত বছর যেসব নাট্যদল / সংস্থা পথনাটিক বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছিল, তাদের ব্যতীত নতুন দল/ সংস্থার কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। খামবন্ধ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে, ১৫.০৬.২০২৬ থেকে ২৪.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে ( সরকারি ছুটির দিন বাদ দিয়ে)। মুখবন্ধ খামের ওপরে উপরোক্ত ফাইল নম্বরটি লিখে— প্রকল্প অধিকর্তা, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, আখাউড়া রোড, আগরতলা— এই ঠিকানায় প্রেরকের নাম সহ জমা দিতে হবে। বিস্তারিত শর্তাবলী ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির আইইসি বিভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

যোগাযোগ : - আইইসি বিভাগ, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

যোগাযোগ নং- ৭০৪৫৬৬২৮০৬

ডা. বিনিতা চাকমা
প্রকল্প অধিকর্তা
ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি

**Government of Tripura**
**Office of the Child Development Project Officer**
**Amarpur ICDS Project: Gomati, Tripura.**

**Date- 10.06.2026**

**WALK-IN-INTERVIEW**

The eligible female candidates may attend the WALK-IN-INTERVIEW to be held on 30.06.2026 at 10.30 A.M sharp in the office of the Child Development Project Officer, Amarpur ICDS Project, Gomati, Tripura along with filled in bio-data in the prescribed format given below and with all necessary documents (Self attested Xerox copy & original) and 2 (two) copies of recent passport size photographs for selection of Non-permanent engagement in the vacant posts of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers for the following Anganwadi Centres under Amarpur ICDS Project on **no-work-no- honorarium basis.**

**Details of Vacancy in Anganwadi Centres**

| Sl. No. | Name of VC/GP | Name of vacant AWC | Details of vacancy(AWW/AWH): Vacant post of Anganwadi Worker(AWW) | Details of vacancy(AWW/AWH): Vacant post of Anganwadi Helper(AWH) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debbari GP | Kamariakhala Awc | 01 | 00 |
| 2 | Birganj GP | Birganj Madhya Para Awc | 01 | 00 |
| 3 | Debbari GP | Debbari Bangali Para Awc | 00 | 01 |
| 4 | Purba Malbassa VC | New Karaimura Awc | 00 | 01 |
| 5 | Kurmachara VC | Gobinda Bari Awc | 00 | 01 |

For more details please contact O/o the CDPO, Amarpur ICDS Project, Gomati, Tripura. ICA/D-347/26

***Short Notice Inviting Quotation***

Sealed quotation are invited on behalf of the Director of Medical Education, Government of Tripura, Agartala from the interested lawful owners of light vehicle 01 (one) No. Maruti Eeco (CNG) having valid Commercial Registration issued by the Transport Authority of Tripura along with other valid necessary documents /certificates of the vehicle on rental basis for a period of 01(One) year for using office of the Directorate of Medical Education, Govt. of Tripura, Dr. P.B Das Memorial Building, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala, 799001.

The quoted rate should not exceed the existing ceiling of hiring of vehicle fixed by the Finance Department as per DFPRT Tripura rules, 2019[See Rule9(3) ANNEXURE-I fixing ceiling for hiring of Vehicle.

i). Quotation must be submitted with sealed cover through Courier Services /Registered Post / Speed Posts in the name of Director of Medical Education, Govt. of Tripura, Agartala.

ii). Last date of receipt of the sealed question on 25-06-2026 up to 5.00 P.M.

iii). Opening of the sealed quotation on 25-06-2026 at 5.10 PM, if possible.

Detailed terms & conditions of the quotation regarding this will be available in the Office of the Director of Medical Education, Govt. of Tripura, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala, West Tripura which may be collected by the interested owner / agencies of the vehicle from 11.00 AM to 5.00 PM on all working days before 24-06-2026 and detailed terms & conditions may kindly be seen at Notice Board of this Directorate & website :dme.tripura.gov.in.

ICA/C-794/26

**[Prof. (Dr.) Abhijit Datta]**
**In-Charge Director of Medical Education Government of Tripura**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:**
**PNIe-T No. 07/EE/DWS/DMN/2026-27**

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:-

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 8,74,301.00 | 17,486.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 2 | 19/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 8,74,301.00 | 17,486.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 3 | 20/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 8,96,365.00 | 17,927.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 4 | 21/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 8,96,365.00 | 17,927.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 5 | 22/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 9,34,115.00 | 18,682.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 6 | 23/EE/DWS/ DMN/2026-27 | 9,34,115.00 | 18,682.00 | 180 Days | Appropriate Class |
| 7 | 71/EE/DWS/ DMN/2025-26 | 6,81,136.00 | 13,623.00 | 30 Days | Appropriate Class |

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 20-06-2026 up to 15.00 Hrs

Date and Time for Opening of BID: 20-06-2026 at 16.00 Hrs

Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in

Bid Fee 1,000.00 (non refundable).

**All details are available in the https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C-790/26

**Executive Engineer**
**DWS Division Dharmanagar, North Tripura.**

***SHORT NOTICE INVITING QUOTATION***

Sealed quotations are invited by the Medical Superintendent, IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafied manufacturers/authorised distributors or suppliers), for supply of medicine for use in IGM Hospital, Agartala . Detailed information along with tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 22/06/2026 up to 4.30 P.M. & last date of bid submission is 23/06/2026 up to 4.30 P.M. & quotation will be opened on 24/06/2026 at 2.30 P.M. or on next working day at 12 noon, if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session.

ICA/C-784/26

**Medical Superintendent**
**IGM Hospital, Agartala .**

## কর্মসংস্কৃতি

● প্রথম পাতার পর

অপেক্ষা করেন এবং বিভিন্ন সময় চিকিৎসক ও পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগ ওঠে, সেখানে কর্মরত অবস্থায় এ ধরনের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাদের মতে, হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রোগী পরিষেবা নিশ্চিত করা ।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসকদের কাজের সুবাদে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল ইতিবাচক কারণে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল। তবে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও নতুন করে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সচেতন মহলের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হোক এবং যদি কর্তব্যে অবহেলার প্রমাণ মেলে, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তবে এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

**আই টি আই - ভর্তির বিজ্ঞপ্তি - ২০২৬**

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই সমূহে ২০২৬ সালে যে শিক্ষা বর্ষ শুরু হবে তাতে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি আই টি আই সমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে **https://itiadmission.tripura.gov.in** - এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে Online-এ আবেদন করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা এবং যে সব ট্রেডে ভর্তির জন্য আহ্বান করা হচ্ছে তার বিবরণ উপরিউক্ত ওয়েব সাইটে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি - ২০২৬ ( Admission Notification-2026 ) এ দেওয়া আছে।

**ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারিখ গুলো নিচে দেওয়া হলঃ-**

| | |
|---|---|
| Start of Candidate Registration | 15/06/2026 (12:00 Noon onwards) |
| Period of Submission of Application by Candidates | 15/06/2026 (12:00 Noon onwards) to 10/07/2026 |
| Period of Verification of Original Documents in nearest Govt. ITIs | 16/06/2026 to 13/07/2026 (11:00 Am-05:00 PM) |
| Publication of Merit List | 16/07/2026 (05:00 PM) |
| Seat Allotment for PWD candidates | 16/07/2026 (05:00 PM) |
| Admission of PWD candidates in respective Govt. ITIs | 17/07/2026 to 20/07/2026 (11:00 Am -05:00PM) |
| Seat Allotment (Other Candidates ) | 23/07/2026 (05:00PM) |
| Admission of Candidates in respective Govt. ITIs | 24/07/2026 to 31/07/2026 (11:00 AM -04:00PM) |
| Seat Allotment (Round-2) (subject to vacancy in seats ] | To be Notified Later |
| Start of the Academic Session and Training classes | August 10,2026 |

আই টি আইতে ভর্তি হতে ইছুক প্রার্থীগনকে https://itiadmission.tripura.gov.in - এই ওয়েব পোর্টাল Visit করার জন্য অনুরোদ করা হচ্ছে।

**N.B:-**

ভর্তির দরখাস্ত জমা দেওয়ার পর ওরিজিনাল ডকুমেন্ট যে কোনও নিকটবর্তি আই টি আই - এ ভেরিফিকেশন করা বাধ্যতামূলক।

**ICA/D-342/26**

**অধিকর্তা**
**শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার**

## কর্মী ইউনিয়নের

● প্রথম পাতার পর

আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে কর্মী ও সহায়িকাদের পরিবার প্রতিপালন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেত্রীরা জানান, অবিলম্বে সরকার তাদের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে আন্তরিক উদ্যোগ না নিলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এক মহিলা কর্মচারীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায়ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউনিয়ন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

## নীতি আয়োগের বৈঠকে

● প্রথম পাতার পর

আগরতলাকে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) সিটি হিসেবে বিকাশ করা এবং ত্রিপুরাকে ফার্মাসিউটিক্যাল ও মেডটেক শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। পাশাপাশি প্রাকৃতিক তন্তু শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোগ বিকাশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইনকিউবেশন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর জোর দেন তিনি।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সাবরুম-রামগড় সমন্বিত চেকপোস্ট চালু করা, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ কার্যকর করা, আগরতলা-চট্টগ্রাম সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করা, কৈলাসহর বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবিত করা, রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা এবং আগরতলা-গুয়াহাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালুর দাবি জানান।

স্বাস্থ্য খাতের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যের বাইরে রোগী রেফারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। একইসঙ্গে গত তিন বছরে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৭ থেকে কমে ১২-তে নেমে এসেছে। তিনি আগরতলায় একটি এআইআইএমএস প্রতিষ্ঠার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার জন্য অধিক স্বাস্থ্য আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান।

ক্রীড়া ক্ষেত্রেও একাধিক প্রস্তাব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আগরতলার নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে জিমন্যাস্টিকস, ফুটবল, জুডো ও সাঁতারের জাতীয় একাডেমিতে উন্নীত করার দাবি জানান। পাশাপাশি 'ট্যুর ডি ফ্রান্স'-এর আদলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বহু-পর্যায়ের সাইক্লিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তাব দেন, যা ক্রীড়া, অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন এবং আঞ্চলিক সংহতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং 'বিকশিত ভারত'-এর জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে ত্রিপুরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নীতি আয়োগের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা রাজ্যের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

## আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

ক্রমাগত অবনতি ঘটছে এবং নারী নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আগামী ১৫ জুনের পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ ও গণআন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক এবং কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে এক মহিলা কর্মীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর রাজ্য সরকার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিলেও বিরোধী দলগুলি সেই তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এরই মধ্যে বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্তের দাবিকে সামনে রেখে কংগ্রেসের আন্দোলনের ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এদিকে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কর্মরত অবস্থায় রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মনীষা দাসের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার সকালে তার নিজ বাড়ি কাঁঠালতলীতে নিয়ে আসা হয়। মরদেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ।

মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর মনীষা দাসের পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েন। বিশেষ করে মৃতার মা মেয়ের মৃত্যুকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তুলে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। তিনি অভিযোগ করেন, তার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, ঘটনাটি রাত প্রায় ১০টার দিকে ঘটলেও তাদের কাছে খবর পৌঁছায় গভীর রাত ২টোর দিকে। কেন এত দেরিতে পরিবারের সদস্যদের জানানো হলো, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

মৃতার পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত তারা শান্ত হবেন না। তাদের অভিযোগ, ঘটনাটিকে শুধুমাত্র একটি স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে দেখলে চলবে না; এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তা গভীরভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর পর স্থানীয় বাসিন্দারাও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান। এলাকাবাসীর একাংশের বক্তব্য, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনা হোক এবং যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এদিকে, ঘটনাটি রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করায় বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত রহস্যের জট কাটেনি। তদন্তের অগ্রগতি ও ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মৃতার পরিবার, এলাকাবাসী এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষ। মনীষা দাসের অকাল মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে জনমত।

## ভারতীয় নাগরিকত্ব

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। অনলাইন ড্যাশবোর্ডে প্রতিটি আবেদনের বর্তমান অবস্থা এবং প্রক্রিয়াকরণের ধাপ সংরক্ষিত রয়েছে ।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি ছয়টি আবেদন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর মধ্যে তিনটি আবেদনে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ায় সেগুলি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনটি আবেদন রাজ্যস্তরের কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয় ।এই তিনটি আবেদনের মধ্যে দুইজন আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন ।উত্তর ত্রিপুরা জেলার এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানান, সম্প্রতি প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হওয়া তিনটি আবেদনই উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাসিন্দাদের ছিল। নাগরিকত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হলেন ঝলক দাস চৌধুরী। তিনি নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাওয়ার পর আধার কার্ড সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ।এছাড়াও জেলার আরও এক মহিলা আবেদনকারী সিএএ-র অধীনে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন বলে জানা গেছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি ।অন্যদিকে, এখনও বিচারাধীন আবেদনগুলির নিষ্পত্তি কবে নাগাদ হবে, সে সম্পর্কেও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি ।উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ থেকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভারতে আশ্রয় নেওয়া নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান করেছে ।সিএএ কার্যকর হওয়ার পর উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও ব্যাপক বিতর্ক ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। একাধিক জনজাতি সংগঠন আইনটির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। এর মধ্যে কয়েকটি মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে ।তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকাগুলিকে সিএএ-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদভুক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনবিন্যাসগত স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যেই এই ছাড় দেওয়া হয়েছে।

## অ্যাসোর নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

জানান। এদিকে, নির্বাচনকে ঘিরে আদালত চত্বরে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

# কেইএম হাসপাতাল ডা. সেজল পাওয়ারের বিতর্কিত মন্তব্যে তদন্ত শুরু করেছে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা

মুম্বই, ১২ জুন (আইএএনএস): মুম্বইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল (কেইএম) হাসপাতাল তাদের চূড়ান্ত বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রী ডা. সেজল পাওয়ারের বিতর্কিত মন্তব্যের ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। একটি কমেডি শো-তে মৃতদেহ (ক্যাডাভার) নিয়ে তাঁর করা মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও জনরোষ সৃষ্টি হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

হাসপাতালের গঠিত দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি পুরুষ ক্যাডাভার সম্পর্কে ডা. পাওয়ারের 'অশ্রদ্ধাজনক ও অবমাননাকর' মন্তব্য খতিয়ে দেখবে। তদন্ত রিপোর্ট শুক্রবার সন্ধ্যা অথবা শনিবারের মধ্যে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কয়েক মাস আগে রেকর্ড করা কৌতুকশিল্পী প্রণীত মোরের একটি অনুষ্ঠানে ডা. পাওয়ারের অংশগ্রহণ ছিল। সম্প্রতি সেই অনুষ্ঠানের প্রায় দুই মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভিডিওতে তিনি পুরুষ ক্যাডাভার নিয়ে সংবেদনহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যার মধ্যে মানবদেহের যৌনাঙ্গের আকার নিয়ে তুলনাও ছিল। এই মন্তব্যের জেরে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভের ঝড় ওঠে এবং মুম্বই পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে, তদন্ত কমিটি গঠনের একদিন আগে কেইএম-এর রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের সংগঠন মহারাষ্ট্র অ্যাসোসিয়েশন অব রেসিডেন্ট ডক্টরস (মার্ড) উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, ডা. পাওয়ারের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া অনলাইন সমালোচনা ক্রমশ ব্যক্তিগত আক্রমণ ও লক্ষ্যভিত্তিক বিদ্বেষমূলক প্রচারে পরিণত হচ্ছে।

মার্ড বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর মন্তব্য অনুপযুক্ত ছিল এবং তা চিকিৎসা পেশার মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একই সঙ্গে তারা স্বীকার করে যে এই মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আঘাত ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন স্নাতক ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ডা. অনিতা চালক এবং মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. শ্রদ্ধা মোরে, যিনি হাসপাতালের সামাজিক মাধ্যম কার্যক্রমও দেখভাল করেন।

তদন্তকারীরা অনুষ্ঠানের প্রায় এক ঘণ্টার সম্পূর্ণ ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করছেন। তাঁরা খতিয়ে দেখছেন, ডা. পাওয়ার অনিচ্ছাকৃতভাবে এই মন্তব্য করেছিলেন, নাকি তা কৌতুকের নামে অশালীন রসিকতার অংশ ছিল।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, মৃতদেহের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিষয়ে জাতীয় মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নির্দিষ্ট সামাজিক মাধ্যম নির্দেশিকা আগে থেকেই রয়েছে। তদন্ত কমিটি পুরো ঘটনার ওপর তাদের পর্যবেক্ষণ কেইএম হাসপাতালের ডিনের কাছে জমা দেবে। এরপর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এদিকে, ডা. সেজল পাওয়ার ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টির সংবেদনশীলতা তিনি উপলব্ধি করেন এবং গবেষণার কাজে ব্যবহৃত মৃতদেহকে অসম্মান বা হেয় করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৪ কোটি টাকা মূল্যের ৭১ লক্ষ চোরাচালানকৃত বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে ডিআরআই : গ্রেপ্তার চার

নয়াদিল্লি: ১২ জুন: বিদেশি সিগারেট চোরাচালানের বিরুদ্ধে এক বড় অভিযানে ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) উত্তর-পূর্ব ভারতে একাধিক সমন্বিত অভিযান চালিয়েছে।

২০২৬ সালের মে মাস থেকে ডিআরআই-এর পরিচালিত অভিযানে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে প্রায় ৭১ লক্ষ বিদেশি চোরাচালানকৃত বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার সম্মিলিত বাজার মূল্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা এবং এই অভিযানে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বড় অভিযানগুলোর মধ্যে, ডিআরআই ১১ই জুন, ২০২৬ তারিখে মিজোরামে মন্ড, এক্সএসও, ওরিস এবং প্যাট্রনের মতো ব্র্যান্ডের ৪৫ লক্ষেরও বেশি বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে। এই অভিযানটি আসাম রাইফেলসের ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহায়তায় চালানো হয়েছিল। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত বরাবর জোখাওথার সেক্টর দিয়ে মিয়ানমার থেকে সিগারেটগুলো উত্তর-পূর্ব ভারতে পাচার করা হয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহের ধারাবাহিক অভিযানে আরও ২৬ লক্ষ এ ধরনের সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# তৃণমূলে ক্রমবর্ধমান সংকটের মাঝে সৌগত রায়ের কটাক্ষ: 'যা হচ্ছে তা অনৈতিক ও অশোভন'

কলকাতা, ১২ জুন (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে দলের সাংসদ সৌগত রায় শুক্রবার কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, দলের কিছু সাংসদ দাবি করছেন যে তাঁরা কোনও নথিতে স্বাক্ষর করেননি, অথচ তাঁদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর মতে, বর্তমানে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে অশোভন।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌগত রায় বলেন, কেউ কেউ বলছেন তাঁরা স্বাক্ষর করেননি, অথচ তাঁদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে একটি স্বাক্ষর-তালিকা ঘুরছে। সেখানে ১৮, ১৯ না ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষর রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি শুধু বলতে চাই, তাঁরা যা করছেন তা অনৈতিক এবং অশোভন।

তিনি আরও বলেন, তাঁরা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁদের হয়ে প্রচার করেছেন এবং দল পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তাঁরা দল ছাড়ার কথা ভাবছেন? তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং শীঘ্রই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করার পরিকল্পনা করছেন। এসব রাজনৈতিকভাবে সঠিক নয়। আমার মতে, 'অপারেশন লোটাস'-এর কারণেই এসব ঘটছে। বিজেপি নিজেদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সৌগত রায় বলেন, একদিকে বিজেপি নেতা সমীক ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। তিনি সন্ধ্যায় সাংসদ শতাব্দী রায়ের বাসভবনে যান এবং পরে কলকাতায় কয়েকজন অসন্তুষ্ট নেতার সঙ্গেও বৈঠক করেন। তিনি কোনও না কোনওভাবে 'অপারেশন লোটাস' এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিকে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯ জন লোকসভা সাংসদের স্বাক্ষরযুক্ত বলে দাবি করা তিনটি পৃষ্ঠা প্রকাশ্যে আসে। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে যে তাঁরা লোকসভায় দলের মূল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন।

তবে এই তিনটি পৃষ্ঠা আদৌ লোকসভার স্পিকারের দপ্তরে জমা দেওয়া কোনও চিঠির অংশ কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শতাব্দী রায়।

প্রকাশিত নথিতে প্রথম স্বাক্ষর রয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এবং দ্বিতীয় স্বাক্ষর শতাব্দী রায়ের। এছাড়াও আরও ১৭ জন তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষর দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এই স্বাক্ষরযুক্ত নথির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

# মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ: ভারতের প্রথম একাদশে রেণুকা-ক্রান্তি-অরুন্ধতীকেই চান অঞ্জুম চোপড়া

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (আইএএনএস): ২০২৬ আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম একাদশে পেস আক্রমণের মূল ভরসা হিসেবে ক্রান্তি গৌড়, রেণুকা সিং ঠাকুর এবং অরুন্ধতী রেড্ডি-কে একসঙ্গে খেলানোর পক্ষে মত দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক অঞ্জুম চোপড়া। তাঁর মতে, ইংল্যান্ড সিরিজে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও এই তিন পেসারই ভারতের বোলিং আক্রমণের মেরুদণ্ড হওয়া উচিত।

রবিবার এজবাস্টনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগে ভারতের বোলিং বিভাগই সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে দীপ্তি শর্মা-র সাম্প্রতিক ফর্মহীনতা, অলরাউন্ডার অমনজ্যোত কৌর-এর অনুপস্থিতি এবং ডেথ ওভারে বোলিংয়ের দুর্বলতা ভারতীয় দলকে ভাবাচ্ছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অঞ্জুম বলেন, রেণুকাকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-২০ ম্যাচে কেন খেলানো হয়নি, তা আমরা জানি না। হয়তো অন্যদের সুযোগ দেওয়ার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে আমার মতে, ভারতের প্রথম একাদশে রেণুকা সিং, ক্রান্তি গৌড় এবং অরুন্ধতী রেড্ডির থাকা উচিত।

তিনি আরও বলেন, যদি এই তিন পেসারকে খেলানো হয়, তাহলে মাত্র দুইজন স্পিনার নিয়ে নামতে হবে। চারজন স্পিনার দীপ্তি, এন শ্রী চারণী, রাধা যাদব এবং শ্রেয়াঙ্কা পাটিল একসঙ্গে খেলানো সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে ভারতীয় দলে প্রকৃত অলরাউন্ডারের অভাব রয়েছে।

স্পিন বিভাগ নিয়ে অঞ্জুমের বিশেষ আস্থা রয়েছে শ্রেয়াঙ্কা পাটিলের উপর। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসকে নিয়ে গঠিত কঠিন গ্রুপ থেকে ভারত যদি সেমিফাইনালে উঠতে চায়, তাহলে শ্রেয়াঙ্কার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

তিনি বলেন, শ্রেয়াঙ্কা এই প্রথম ইংল্যান্ডে খেলছে। নতুন পরিবেশ, নতুন উইকেট ও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগে। তাই আমার মতে, ওকে প্রতিটি ম্যাচ খেলানো উচিত। যত বেশি ম্যাচ খেলবে, তত দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

অঞ্জুমের মতে, ইংল্যান্ড সিরিজ এবং প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মূলত বিভিন্ন বিকল্প যাচাই করার চেষ্টা করেছে। অরুন্ধতীকে নতুন বলে বোলিং করানো, দীপ্তিকে মাঝের ওভারে ব্যবহার করা কিংবা ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন সবই ছিল বিশ্বকাপের আগে সম্ভাব্য সমন্বয় পরীক্ষা করার অংশ।

তিনি বলেন, অরুন্ধতী সাধারণত নতুন বলে বোলিং করেন না। কিন্তু এই সিরিজে তাঁকে সেই ভূমিকায় দেখা গেছে এবং তিনি বেশ ভালোও করেছেন। একইভাবে দীপ্তি বা চারণীকেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এই তিনটি ম্যাচ ছিল মূলত দলের বিভিন্ন বিকল্পকে যাচাই করার জন্য।

ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণ নিয়ে এখনও কিছু প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও অঞ্জুম চোপড়ার মতে, রেণুকা, ক্রান্তি ও অরুন্ধতীর সমন্বয়ই বিশ্বকাপে ভারতের সেরা পেস আক্রমণ গড়ে তুলতে পারে।

# আগরতলায় প্লাইউড কারখানায় ভারতীয় মানক ব্যুরোর অভিযান, ৭০২টি প্লাইউড জব্দ

আগরতলা, ১২ জুন: ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং মানহীন পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ভারতীয় মানক ব্যুরো (বিআইএস) শুক্রবার আগরতলার আর. কে. নগর শিল্পাঞ্চলের একটি প্লাইউড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি ও জব্দকরণ অভিযান চালায়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ প্লাইউড জব্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রাপ্ত নির্দিষ্ট তথ্য এবং দীর্ঘদিনের গোপন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আর. কে. নগর শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্লাইউড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তল্লাশির সময় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় মানক ব্যুরোর বৈধ অনুমোদন ছাড়াই কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত প্লাইউড উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয় করে আসছিল।

অভিযান চলাকালীন মোট ৭০২টি প্লাইউড জব্দ করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা যায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি এমন পণ্যের ব্যবসা করছিল, যেগুলির জন্য ভারতীয় মানক ব্যুরোর প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক হলেও তা গ্রহণ করা হয়নি।

ভারতীয় মানক ব্যুরোর কর্মকর্তারা জানান, কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত এই প্লাইউডের জন্য নির্ধারিত ভারতীয় মান অনুসরণ এবং মানচিহ্নযুক্ত প্রত্যয়ন গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিআইএসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানহীন ও অনুমোদনবিহীন পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কোথাও মানচিহ্নের অপব্যবহার বা বাধ্যতামূলক প্রত্যয়ন ছাড়া পণ্য বিক্রির তথ্য জানা থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য।

ভোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাজারে মানসম্পন্ন পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ভারতীয় মানক ব্যুরো নিয়মিত নজরদারি ও আইন প্রয়োগমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলেও জানানো হয়েছে।

# ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি চোরাকারবারী নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১২ জুন: ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের লাঠিয়াপূড়া সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি চোরাকারবারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির নাম মুজিবুর রহমান। তার বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএসএফের সঙ্গে সংঘটিত এক ঘটনায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। পরে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ এবং বিএসএফের জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হবে। এরপর প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার সম্পর্কে বিএসএফের তরফে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# শান্তিরবাজারে বাড়ছে চুরির ঘটনা, নৈশকালীন টহল নিয়ে প্রশ্ন ব্যবসায়ীদের

শান্তিরবাজার, ১২ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারে সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ বাড়ছে ব্যবসায়ী মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাতের অন্ধকারে একের পর এক দোকান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে না পারায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি বাজারের পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী নারায়ণ দত্তের আড়তসহ একাধিক দোকান এবং শান্তিরবাজারের ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

ব্যবসায়ীদের দাবি, বাজার এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও চোরদের শনাক্ত করা বা তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এখনও সফল হয়নি পুলিশ। ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, নৈশকালীন টহলদারি আরও জোরদার করা হলে এই ধরনের ঘটনা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হতো। তাঁদের মতে, বাজার ও আশপাশের এলাকায় নিয়মিত নজরদারির অভাবেই চোরের দল সুযোগ পাচ্ছে।

বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হলো, স্থানীয় কালী মন্দিরে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ধর্মীয় স্থানেও বারবার চুরির ঘটনা ঘটায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এদিকে, ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বাজার এলাকায় পুলিশি টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করারও দাবি উঠেছে। ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে শান্তিরবাজার থানার পক্ষ থেকে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়দের আশা, প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

# নূতননগরে প্রশাসনের তৎপরতায় রুখে দেওয়া হল বাল্যবিবাহ

আগরতলা, ১২ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নূতননগর এলাকায় প্রশাসনের দ্রুত ও সফল হস্তক্ষেপে একটি সম্ভাব্য বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে। চাইল্ড হেল্পলাইন (সিএইচএল), জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (ডিসিপিইউ) এবং পশ্চিম থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, নূতননগর বাজার সংলগ্ন একটি এলাকায় অপ্রাপ্তবয়স্ক এক কিশোরীর বিয়ের প্রস্তুতি চলছে বলে খবর পাওয়া যায়। তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাইল্ড হেল্পলাইন, জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট এবং পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কিশোরীর বয়স এখনও ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। এরপর কর্তব্যরত আধিকারিকরা কিশোরীর মায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাল্যবিবাহের আইনি ও সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

পরে প্রশাসনের নির্দেশে কিশোরীর মায়ের কাছ থেকে একটি লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়। ওই মুচলেকায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আইন অনুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার বিয়ে দেওয়া হবে না।

প্রশাসনের তৎপরতায় সম্ভাব্য বাল্যবিবাহ আপাতত রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শিশু সুরক্ষা ও আইন প্রয়োগের বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি কোথাও বাল্যবিবাহের খবর পেলে সাধারণ মানুষকে দ্রুত প্রশাসন বা চাইল্ড হেল্পলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে

# সোনামুড়ায় ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, বিদ্যুৎহীন কয়েকটি এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১২ জুন: সোনামুড়া মহকুমার ঠাকুরমুড়া দোকান চৌমুহনী এলাকায় একটি ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ট্রান্সফরমারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতা ও সচেতনতার ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ট্রান্সফরমারের সঙ্গে সংযুক্ত একটি বৈদ্যুতিক মিটার থেকে আচমকা আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে ট্রান্সফরমারে। আগুন দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফলে আগুন পার্শবর্তী বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অগ্নিকাণ্ডে ট্রান্সফরমারটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঘটনাস্থল সংলগ্ন তিন থেকে চারটি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কিছু সময় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান করা হলেও, ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমার মেরামত ও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেছেন।

# জমি সংক্রান্ত বিরোধে বোনের বিরুদ্ধে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ, থানায় দ্বারস্থ ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে আগরতলার নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত খেজুরবাগান এলাকায় এক ব্যক্তির ওপর হামলা ও তার বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তারই বোন ও কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে আক্রান্ত ব্যক্তি নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছে। সম্পত্তি বোনদের নামে লিখে না দেওয়ায় তাকে বিভিন্ন আইনি মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তার অভিযোগ, এর ফলে তাকে কিছুদিন জেলও খাটতে হয়েছে।

ভুক্তভোগীর দাবি, সম্প্রতি বোন ও তার কয়েকজন সহযোগী বাড়িতে এসে তাকে মারধর করেন এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর চালান। ঘটনার পর তিনি ও তার পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তিনি জানান, তার স্ত্রী বর্তমানে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা এবং এই অবস্থায় তাদের বাড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় তিনি নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করে নিজের ও পরিবারের জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

# গরিয়া উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ সন্ধ্যায় গরিয়া উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সাংস্কৃতিক উৎসবের পাশাপাশি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আজ পুরস্কৃত করা হয়। গরিয়া উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক উৎসবের উদ্যোক্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং সমৃদ্ধ করা এই উৎসব আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। গরিয়া উৎসবে রাজ্যের সব অংশের মানুষ সামিল হন। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাল্যবিবাহ মুক্ত ত্রিপুরা এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মনোজ কুমার সাহা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রাজ্যের নিজস্ব সংস্কৃতি প্রসারে এধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের সব অংশের মানুষ মিলে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০ জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ক্ষুদিরামবসু ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়, দ্বিতীয় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দির এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মাইম এন্ড কালচার্যাল একাডেমি।

## অনলাইন সামগ্রীবাহী কন্টেইনার থেকে ২২৫ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার, চালক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ। গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী একটি অনলাইন সামগ্রীবাহী কন্টেইনার গাড়ি থেকে ২২৫ বোতল নিষিদ্ধ এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় গাড়ির চালককে আটক করে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ সেফ এক্সপ্রেসের একটি কন্টেইনার গাড়ি অসম পুলিশ গেটে পৌঁছায়। রুটিন তল্লাশির অংশ হিসেবে গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় গাড়ির ভেতর থেকে ২২৫ বোতল নিষিদ্ধ এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সিরাপের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গাড়ির চালক উমেশ বর্মনকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি অসমের বাক্সা জেলায় বলে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে এবং ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস জানান, মাদক পাচার রুখতে পুলিশের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

## ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ ও চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর এর উদ্যোগে আজ ইন্দ্রনগরস্থিত মহিলা আইটিআই কলেজ প্রাঙ্গণে এক রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ ও চাকরি মেলার আযোজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে রাজ্য ও বর্হিরাজ্যের মোট ১৩টি বেসরকারি সংস্থা ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠান রাজ্যের এবং ৫টি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন শিল্পনগরী যেমন হায়দ্রাবাদ, পুনে ও বেঙ্গালুরুসহ অন্যান্য জায়গার।চাকরি মেলায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১,৮০০ শূন্যপদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হবে। এই নিয়োগ কর্মসূচিতে আইটিআই, ডিপ্লোমা, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্যও চাকরির সুযোগ

# ত্রিপুরা ও মহারাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া উন্নয়নের মহতী পরিকল্পনা, রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মণের ইতিবাচক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।।মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল মাননীয় জিষ্ণু দেববর্মণ রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দেশ ও রাজ্যের উদীয়মান অ্যাথলেটদের আরও বড় সুযোগ ও প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর তিনি জোর দেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হলো মহারাষ্ট্রের আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে ক্রীড়া প্রতিভার অভাব না থাকলেও, পরিকাঠামো ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সময়ই তরুণ অ্যাথলেটরা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই প্রেক্ষাপটে মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে উত্তর-পূর্বের খেলোয়াড়দের মহারাষ্ট্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়ার প্রস্তাবটি নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। এই উদ্যোগের গুরুত্বকে সাধুবাদ জানিয়ে রাজ্যপাল শ্রী জিষ্ণু দেববর্মণ এ ধরনের গঠনমূলক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরার মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মনোজ কোটাক, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় শেটে ও যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ খাণ্ডরে। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সুন্দর আইয়ার, ইন্ডিয়ান স্কি অ্যান্ড স্নোবোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ আনন্দ লাহোটি এবং মহারাষ্ট্র স্কোয়াশ র‍্যাকেটস অ্যাসোসিয়েশনের দয়ানন্দ কুমার। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই যৌথ উদ্যোগ কেবল ত্রিপুরা ও মহারাষ্ট্রের ক্রীড়া সম্পর্ককেই মজবুত করবে না, বরং দেশের প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের উন্নত ভবিষ্যৎ ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে একটি বড় মাইলফলক হয়ে উঠবে।

# বিশ্বকাপ শুরুর দিনই সরে দাঁড়ালেন জাপানের অধিনায়ক! দেশের হয়ে আর খেলবেন না এনডো

বিশ্বকাপ শুরুর দিনই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা জাপানের অধিনায়ক ওয়াটারু এনডোর! বিশ্বকাপেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন না তিনি। মাঠে নামার আগে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে হবে এশিয়ার অন্যতম সেরা দলকে।

লিভারপুলের ৩৩ বছরের মিডফিল্ডার বিশ্বকাপ খেলবেন না। চোটের জন্য তিনি ছিটকে গিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচ খেলার সময় পায়ে চোট পেয়েছিলেন এনডো। সেই চোট এখনও সারেনি। তা-ও বিশ্বকাপের দলে অধিনায়ককে রেখেছিল জাপান। মনে করা হয়েছিল, তিনি ফিট হয়ে যাবেন। কিন্তু এনডোর চোটের যা পরিস্থিতি তাতে, বিশ্বকাপে তাঁর পক্ষে খেলা কঠিন। তাই প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই সরে দাঁড়ালেন তিনি।

বিশ্বকাপ খেলার আশা শেষ হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকেও অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এনডো। সমাজমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, "আমি বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। চোট পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, সবই করেছি। তাই আমার কোনও আফসোস নেই। অবশ্যই এ বারের বিশ্বকাপ খেলতে না পারায় আমি হতাশ। কাতার বিশ্বকাপের পর আমরা সকলে মিলে যে উন্নতি করেছি, তার জন্য আমি গর্বিত।" তিনি আরও বলেছেন, "কাতারে আমি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। আমরা সকলে মিলে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নকে সফল করতে চেয়েছিলাম। এই দলটা সত্যিই দুর্দান্ত। আমার বিশ্বাস, ওরা দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দেবে। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠবে। এমন কিছু উপহার দেবে, যা জাপানের সমর্থকেরা আগে দেখেননি। বিশ্বকাপ খেলতে পারব না। তাই জাতীয় দল থেকেও অবসর নিচ্ছি। এখন থেকে আমি জাপানের জাতীয় দলের সমর্থক। জাপান নিশ্চই এক দিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে। এই বিশ্বাস অটুট রেখে সমর্থন করে যাব।"

জাপান শিবির মনে করেছিল, এনডোর খেলতে সমস্যা হবে না। চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। ফিট হওয়ার পর অনুশীলন শুরু করেন। গত ৩১ মে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। সে দিনই অস্বস্তি অনুভব করেন। ওই ম্যাচের পর জাপান দলের মেডিক্যাল স্টাফেরা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, বিশ্বকাপ খেললে তাঁর বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে আরও সময় লাগবে। তাঁরা ঝুঁকি নিতে চাননি।

জাপানের অন্যতম দুই ভরসা কায়োরু মিতোমা এবং তাকুমি মিনামিনো চোটের জন্য বিশ্বকাপ খেলতে পারছেন না। কিছুটা বাধ্য হয়েই এনডোকে বিশ্বকাপের ২৬ জনের দলে রেখেছিলেন কোচ। তাঁকে অধিনায়কও করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এনডো ছিটকে যাওয়ায়, প্রথম ম্যাচের তিন দিন আগে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে হবে জাপানকে। আগামী ১৫ জুন নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে জাপানের প্রথম ম্যাচ।

# তিন লাল কার্ড! দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু মেক্সিকোর, উদ্বোধনী ম্যাচে মন ভরাতে পারল না কোনও দলের খেলাই

এক ম্যাচে তিন-তিনটে লাল কার্ড! বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দেখা গেল নাটক। দক্ষিণ আফ্রিকার দু'জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখলেন। মেক্সিকোর একজন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-০ হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল মেক্সিকো। তবে উদ্বোধনী ম্যাচে যে রকম ফুটবল প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা দেখা গেল না। হয়তো ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছুটা নীচের দিকে থাকা দল বলেই আকর্ষণীয় ফুটবল দেখা গেল না। দুই দলের মধ্যেই সেই ঝাঁজের অভাব ছিল। তবে মেক্সিকোর খেলোয়াড়দের দাপট গোড়া থেকেই বেশি ছিল। শেষ পর্যন্ত তারাই জিতেছে।

ব্রাজিলের রেফারি উইল্টন সাম্পাইয়োর একাধিক সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হয়ে থাকবে। এই প্রথম বার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তিন জন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হল। ২০০৬-এর পর্তুগাল বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে এত জন লাল কার্ড দেখলেন। সাম্পাইয়ো অন্তত দু'টি লাল কার্ড এমন দেখিয়েছেন, যেগুলির ক্ষেত্রে এতটা কড়া শাস্তি না দিলেও চলত।

প্রথম লাল কার্ড দেখানো হয় ৬৫ মিনিটে। সেটি নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। ব্রায়ান গুতিয়েরেজ প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন। তাঁকে পিছন থেকে ফাউল করেন ইয়াইয়া সিথোলে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল পেনাল্টি দেওয়া হবে। কিন্তু বক্সের কয়েক ইঞ্চি দূরে ফ্রিকিক দেওয়া হয়। সেটি মেক্সিকো নষ্ট করে।

এর পর ৮৫ মিনিটে একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে এনজোয়ানে ধাক্কা মেরেছিলেন আরভারাল্দোকে। রেফারি প্রথমে কোনও ব্যবস্থা নেননি। এর পর ভার-এর ডাকে মাঠের ধারে রিপ্লে দেখতে যান। রিপ্লে দেখার পরেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তিনি। এনজোয়ানেকে লাল কার্ড দেখানো হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ন'জন হয়ে যায়।

ওই অবস্থা থেকে ম্যাচে ফেরা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা হয়ওনি। শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন মেক্সিকোর সিজার মন্তেস। তিনি ফেলে দেন মুদাউকে। গোল করায় বাধা দিয়েছিলেন বলেই হয়তো রেফারি লাল কার্ড দেখিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও আরও একটু নরম সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত।

ম্যাচের দিকে তাকালে অবশ্য খুব বেশি প্রাপ্তি নেই। ম্যাচের শুরু থেকে দাপট দেখিয়েছে মেক্সিকো। আগ্রাসী ফুটবলের রাস্তাই তারা বেছে নিয়েছিল। ৯ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জুলিয়ান কিনোনেস। কলম্বিয়ায় জন্ম হওয়া এই ফুটবলার যুব দলে খেললেও কখনও সিনিয়র দলে সুযোগ পাননি। এক দশক মেক্সিকোর ঘরোয়া লিগের বিভিন্ন দলে খেলার পর ২০২৩-এ মেক্সিকোর হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। দু'বছর আগে সৌদি আরবের আল কাদসিয়াহতে যোগ দেন। তার পর থেকে তাঁর কদর আরও বাড়তে থাকে। প্রথম মরসুমেই ২০টি গোল করেন তিনি। বিশ্বকাপে গোল করে স্বপ্ন পূরণ হল তাঁর।

ম্যাচ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকোর খেলায় শ্লথতা আসতে থাকে। তারা সে ভাবে খেলার গতি ধরে রাখতে পারছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাতেও সেই ঝাঁজ ছিল না যা দিয়ে তারা মেক্সিকোকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে পারে। ফলে বিরক্তিকর ফুটবল দেখা যায় প্রথমার্ধের শেষ দিক এবং দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকের কিছুটা সময়।

খেলার গতি কিছুটা বদলায় জিমেনেজের গোলের পর। চার নম্বর বিশ্বকাপ খেলতে নেমে প্রথম গোল করলেন তিনি। তা-ও আবার ঘরের মাঠের দর্শকদের সামনে। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে কেঁদে ফেলেন জিমেনেজ। এক সময় তাঁর সুযোগ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবে কোচ জেভিয়ার আগুইরে ভরসা রেখেছেন জিমেনেজের উপরে। সেই আস্থার দাম দিয়েছেন তিনি।

বিশ্বকাপ নিয়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে উত্তাপের বাতাবরণ চলছেই। এ বার মাঠে নামার আগেই একপ্রস্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল ইরান। তারা জানিয়েছে, আমেরিকার মাঠে ম্যাচ চলাকালীন কোনও অস্বীকৃত পতাকা দেখানো হলে বা ইরানের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়ার আবেদন জানানো হবে। ইরান আর কোনও মতেই সেই ম্যাচ খেলবে না।

বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক মাস আগে থেকেই সামরিক সংঘাত চলছে ইরান এবং আমেরিকার। অবস্থা এতটাই খারাপ যে ইরান থাকছে মেক্সিকোয়। তারা আমেরিকায় গিয়ে ম্যাচ খেলেই ফিরে আসবে মেক্সিকোয়। ইরানের অনেক সমর্থক ম্যাচ দেখতে আসার ভিসা পাননি।ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমদ দোনিয়ামাল বলেছেন, "আমরা ফিফাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, কোনও ধরনের অস্বীকৃত পতাকা আনা হলে বা ইরান মাঠে খেলার সময় জাতীয় দলের বিরুদ্ধে স্টেডিয়ামে কোনও স্লোগান দেওয়া হলে, দলের কোচ ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধ করবেন।" মিশরের বিরুদ্ধে সিয়াটলে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে ইরান। সেই ম্যাচকে 'গর্বের ম্যাচ' বলে ঘোষণা করেছে তারা। দোনিয়ামালি জানিয়েছে, সেই ম্যাচে কোনও বিরূপ ঘটনা যাতে না ঘটে তার খেয়াল রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আয়োজকদের তরফে।

দোনিয়ামালির কথায়, "আমরা বলা হয়েছে, কোনও ধরনের খারাপ ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না মিশর ম্যাচে।" ইরান প্রথম ম্যাচ খেলবে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, ১৫ জুন। এর পর বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলবে তারা।বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নজির গড়লেন গিলবার্তো মোরা। মেক্সিকোর ১৭ বছরের মিডফিল্ডার ভেঙে দিলেন ৯৬ বছরের রেকর্ড। তিনিই এখন বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশের কনিষ্ঠতম বিশ্বকাপার।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন মেক্সিকো। এই ম্যাচে তিন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন ব্রাজিলের রেফারি উইল্টন সাম্পাইয়ো। এক মধ্যে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে নজির গড়েছেন মোরা। মেক্সিকোর ফুটবল ইতিহাসে নতুন পঙক্তি সংযোজন করলেন ১৭ বছরের মিডফিল্ডার।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬৫ মিনিটে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে নজির গড়েছেন তিনি। মেক্সিকোর সবচেয়ে কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেললেন তিনি। ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর হয়ে খেলেছিলেন ম্যানয়েল রোসাস। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর ১৩৪ দিন। মোরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেললেন ১৭ বছর ২৪০ দিন বয়সে। ভেঙে দিলেন রোসাসের ৯৬ বছরের নজির।মোরাকে মেক্সিকোর অন্যতম সেরা সম্ভাবনাময় মিডফিল্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাঁর দক্ষতায় আস্থা রেখেছেন কোচ জাভিয়ের আগুইরে। ক্লাব তিজুয়ানার হয়ে গত দু'মরসুম ধরে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলছেন মোরা। কেড়ে নিয়েছেন জাতীয় দলের কোচের নজর। ১৭ বছর বয়সের মধ্যেই মেক্সিকোর সর্বোচ্চ লিগে ৫০টির বেশি ম্যাচ খেলে হয়ে গিয়েছে তাঁর। বেশ কয়েকটি গোল করেছেন। সতীর্থদের গোল করতে সাহায্যও করেছেন। ২০২৫ সালে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে মেক্সিকোর হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয়। এ বার বিশ্বকাপেও সেই নজির গড়লেন মোরা।

## রাজ্য ক্রিকেটে সদর-বি চ্যাম্পিয়ন ব্যাটিং প্রতিভায় রাজদীপ সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। চ্যাম্পিয়ন খেতাব সদর বি-এর ঘরে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ফাইনাল ম্যাচে সদরেরই অপর দলকে ঠিক চার উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে সদর-বি দল এবারকার অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের খেতাব জিতে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আজ শুক্রবার উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে সদর এ দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ণব দেববর্মা সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। সদর বি-এর বিরাট সূত্রধর ৩২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর বি-র খেলোয়াড়রা ২৭ ওভার তিন বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ভিজেডি মেথডে হিসেব কষে সদর বি-এর সামনে ২৯ ওভারে ৯১ রানের টার্গেট স্থির হয়। গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী সদর বি ৪ উইকেটে জয়লাভ করে। সদর বি-র রাজদীপ দে দুর্দান্ত ব্যাটিং উপহার দিয়ে ৭৪ বলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৪৮ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের উপযুক্ত করে তোলার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সদর এ-র অভয় দেব সিং আট রানে এবং অভিজ্ঞান দে ২৩ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

## সি ডিভিশন ফুটবলে জয় দিয়ে শুরু স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।।ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে গ্রুপের প্রথম খেলায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ২-০ গোলে কেশব সংঘকে পরাজিত করে।শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা-র একঝাঁক উদীয়মান উপজাতি তরুণ ফুটবলার দুর্দান্ত খেলে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। রাজ্যের আন্তর্জাতিক ফুটবলার ও কোচ কানাই যাদব ও কোচ বাদল রিয়াং-এর তত্ত্বাবধানে এবার খেলছে দলটি। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের দ্বিতীয় খেলা ১৫ জুন বিকাল ৩:৩০ মিনিটে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে হবে। বিকেল সাড়ে তিনটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় এডিসি ও কদমতলী যুব সংস্থার ম্যাচটি এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে।

## রুমা, এঞ্জেলের দাপটে প্রগতিকে হারিয়ে কসমোপলিটন কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। বোলিংয়ে রুমা এবং ব্যাটিংয়ে এঞ্জেল, সম্মিলিত দাপটে প্রগতিকে সহজে হারিয়ে কসমোপলিটন কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। হারিয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টারকে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের শেষ রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুরন্ত জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব গ্রুপ বি থেকে গ্রুপ রানার্স হয়ে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রায় সোয়া ২ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে খেলার পরিধি কমিয়ে ৩৪ ওভার করা হয়েছিল। প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৭ ওভার ৫ বল খেলে ৫৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা দেব সর্বাধিক ১১ রান পায়। কসমোপলিটন ক্লাবের রুমা দাস আট রানে চারটি, সুরভী রায় ১২ রানে দুটি এবং প্রিয়াঙ্কা দাস দুই রানে একটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের ওপেনিং জুটিতে এঞ্জেল পাল ও সুলক্ষণা রায় অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। এঞ্জেল ৪৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৮ রানে এবং সুলক্ষণা ১৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি মেরে ১৭ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে রুমা দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## অভিষেক ম্যাচে কদমতলির সঙ্গে পয়েন্টের ভাগাভাগি এডিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা, ১২ জুন।।এগিয়ে থেকেও আত্মপ্রকাশে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারল না এডিসি। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করলো কদমতলা যুব সংস্থার বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুক্রবার বিকেলে ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ওই দুই দল। শিলং থেকে কোচেনে প্রশিক্ষণে থাকা এডিসির ফুটবলাররা নিজেদের প্রথম ম্যাচে অনেকটা ভালো খেলা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে দলের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়ার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি আক্রম ভাগেও রয়েছে কিছুটা দুর্বলতা। মরশুমে সাফল্য পেতে হলে ওই দুই বিভাগে কাজ করতে হবে দলের কোচকে। ম্যাচের শুরু থেকেই দুজনের ফুটবলাররা কিছুটা আক্রমাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। এরই মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি ফুটবলারদের বাড়তি কিছুটা উৎসাহ এনে দেয়। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর ৬১ মিনিটে বিপ্লব দেববর্মার গোলে এগিয়ে যায় এডিসি। তবে ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। গোল হজম করার তিন মিনিটের মধ্যেই সমতা ফেরায় কদমতলা যুব সংস্থা। দলের হয়ে গোলটি করেন অমর জমাতিয়া। শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ম্যাচটি অমীমাংসিত হবে শেষ হয়েছে। খেলা পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত

## সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট : ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কর্নেল কোচিং সেন্টার। হারিয়েছে তিন উইকেট এর ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের অন্তিম রাউন্ডে ভাইটাল ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের সুবাদে কর্নেল কোচিং সেন্টার গ্রুপ এ থেকে গ্রুপ রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৬ ওভারে ৭৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে প্রিন্সি চৌধুরী সর্বাধিক ১৪ রান পায়। কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিকিতা সরকার সাত রানে এবং ঋষিতা সূত্রধর ছয় রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। তানিয়া দেব পেয়েছে দুটি উইকেট ৩১ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টার বিশেষ করে ঋষিতা সূত্রধরের অপরাজিতা ব্যাটিং পারফরম্যান্সে দল সহজে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ১৬ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার ঋষিতা সূত্রধর ৫৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে জলকে জয় এনে দেয়। তবে দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে নিকিতা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## নিয়ম রক্ষার ম্যাচে চলমানকে হারিয়ে বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে দুরন্ত জয় পেয়েছে বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টার। চলমান সংঘকে আট উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টার। গ্রুপ লীগ পর্যায়ে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয়ী হলেও এবারের মত বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টারের জন্য মুল পর্ব খেলা অধরা রয়ে গেছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আজ সকালে ম্যাচ শুরুতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৮ ওভার তিন বল খেলে ৭১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে তমান্না দেবনাথ সর্বাধিক ১৪ রান পায়। অস্মিতা দাস পেয়েছিল ১৩ রান। বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টারের লক্ষ্মী দেবনাথ নয় রানে, শিল্পী দেবনাথ ১৫ রানে এবং সুস্মিতা বসাক ২৯ রানের বিনিময়ে তিনটি করে উইকেট তুলে নিয়েছে। মূলতঃ তাদের সম্মিলিত দাপটেই বিদ্যাসাগর স্কুল দলের মহিলা ক্রিকেটাররা দলীয় স্কোর সমৃদ্ধ করতে পারেনি পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাসাগর স্কুল কোচিং সেন্টারের শিল্পী দেবনাথ ৩৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সহযোগে অপরাজিত ভূমিকায় ৩২ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে শিল্পী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী দঃ কোরিয়ার, তবু পিছিয়ে থেকে চেকিয়ার বিরুদ্ধে জয়! বিশ্বকাপে এগোতে হলে দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন মিনদের

প্রথম সারির অনেক দলের ঘুম কেড়ে নিতে পারে দক্ষিণ কোরিয়া। চেকিয়ার বিরুদ্ধে এ বারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই তা বুঝিয়ে দিলেন সন হিউং মিনেরা। তবে সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে এশীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তিকে। চেকিয়ার বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ২-১ ব্যবধানে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল কোরীয়রা।

দক্ষিণ কোরিয়া-চেকিয়া ম্যাচের প্রাণ ফিরল দ্বিতীয়ার্ধে। তাতেই হল তিন গোল। প্রথমার্ধে কোরীয়দের একের এক সুযোগ নষ্ট আর চেকিয়ার পরিকল্পনাহীন খেলা ফুটবলপ্রেমীদের হতাশা বাড়িয়েছে। অন্তত চারটি গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন মিনেরা। ম্যাচের প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলারেরা। মাঝমাঠের দখলও ছিল তাঁদের পায়ে। অন্য দিকে, কিছুটা রক্ষণাত্মক ভাবে শুরু করে প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার কৌশল নিয়েছিল চেকিয়া শিবির। প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলছিল ইউরোপের দেশটি। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল বার বার। অধিকাংশ ফুটবলার নিজেদের অর্ধে থাকায়, আক্রমণে লোক বাড়াতে পারছিল না চেকিয়া। ফলে ডিফেন্ডারেরা বল বাড়ালেও স্ট্রাইকারেরা প্রতিপক্ষের অর্ধে একা হয়ে পড়ছিলেন। তৈরি হচ্ছিল না আক্রমণ। সেই সুযোগ কাজে লাগায় কোরিয়া। যদিও লাভের লাভ হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে পরিকল্পনা বদল করে চেকিয়া। কোরীয় রক্ষণের উপর চাপ বাড়তে শুরু করে। এর মধ্যেও দক্ষিণ কোরিয়া সুযোগ নষ্ট করতে থাকে। চেকিয়ার গোলরক্ষক কোভার অন্তত দু'বার দলের পতন রুখে দেন। কিছুটা খেলার বিপরীতে ৫৯ মিনিটে চেচিয়াকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক ক্রেজসি। ছ'গজের বক্সে লম্বা থ্রো করেন কোউফাল। সুযোগসন্ধানী ক্রেজসি হেড দিয়ে দলকে এগিয়ে দেন। যদিও বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। গোল খাওয়ার পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে কোরিয়া। ৬৮ মিনিটে লি কাং সমতা ফেরান। মাঝ মাঠ থেকে বল পাওয়ার পর ছোট্ট ইনসাইডে প্রতিপক্ষের দুই ফুটবলার এবং গোলরক্ষককে ছিটকে গিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন। হোয়াং ইন বেয়মের বাড়ানো পাসই চেকিয়ার রক্ষণে ফাঁক তৈরি করে দেয়। দেশের হয়ে এটাই প্রথম গোল কাংয়ের।

৭৬ মিনিটে আবার গোল করে চেকিয়া। ফ্রিকিকে মাথা ছুঁয়ে করা এই গোল অবশ্য বাতিল হলে যায় অফসাইডের জন্য। এর ৩ মিনিট পরেই কোরিয়ার হয়ে জয়সূচক গোল বেয়মের।এই গোলেই প্রথম ম্যাচে ৩ পয়েন্ট কোরীয়দের ঘরে এল। প্রথম ম্যাচে কোরিয়ার আগ্রাসী ফুটবল নজর কাড়লেও স্ট্রাইকারদের সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী চিন্তায় রাখবে কোচকে। এর আগে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দেখা গিয়েছে নাটক। দক্ষিণ আফ্রিকার দু'জন ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। মেক্সিকোর একজন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-০ হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো। তবে উদ্বোধনী ম্যাচের খেলাও মন ভরাতে পারেনি। দুই দলের মধ্যেই ঝাঁজের অভাব ছিল। তবে মেক্সিকোর খেলোয়াড়দের দাপট গোড়া থেকেই বেশি ছিল। শেষ পর্যন্ত তারাই জিতেছে।

ব্রাজিলের রেফারি উইল্টন সাম্পাইয়োর একাধিক সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হয়ে থাকবে। এই প্রথম বার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তিন জন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হল। ২০০৬-এর পর্তুগাল বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে এত জন লাল কার্ড দেখলেন। সাম্পাইয়ো অন্তত দু'টি লাল কার্ড এমন দেখিয়েছেন, যেগুলির ক্ষেত্রে এতটা কড়া শাস্তি না দিলেও চলত।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023




সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

# কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে সিপিআই(এম)-এর প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ জুন: কিউবার প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের পদক্ষেপ এবং সমাজতান্ত্রিক কিউবার ওপর আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদে সিপিআই(এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার হালহালি বাজারে একটি প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়।

এদিন হালাহালি সিপিআই(এম) পার্টি অফিসের সামনে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ কর্মী ও সমর্থকরা সমবেত হন। পরে লাল পতাকা হাতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে পুনরায় পার্টি অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলা কমিটির সদস্য বদরভোম হালাম।

সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অমর ভট্টাচার্য এবং মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুলেমান আলি।

প্রতিবাদ সভায় অঞ্জন দাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক কিউবার ওপর অবরোধ ও চাপ সৃষ্টি করে আসছে। তিনি অভিযোগ করেন, কিউবা বিপ্লবের অন্যতম নেতা রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মার্কিন প্রশাসন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। এর প্রতিবাদে কিউবার জনগণ দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও সংহতি কর্মসূচি পালন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, রাউল কাস্ত্রো এখনও কিউবার জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দেশের সংসদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তারা কিউবার জনগণ ও নেতৃত্বের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

# ২০ জুন রাজ্যে আসছেন এনডিডিবি'র চেয়ারম্যান

আগরতলা, ১২ জুন : আগামী ২০ জুন ত্রিপুরা সফরে আসছেন ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি)-এর চেয়ারম্যান ড. মীনেশ সি. শাহ। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ সফরকে কেন্দ্র করে গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড -এর চেয়ারম্যান রতন ঘোষের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড-এর পরিচালন পর্ষদের সদস্যরা এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা নীরজ কুমার চানাল। বৈঠকে ড. শাহের সফরকে সফল, ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিশেষ করে ত্রিপুরায় সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রাজ্যের দুগ্ধ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সফর উপলক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও কর্মপরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

এ প্রসঙ্গে গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান রতন ঘোষ বলেন, "এনডিডিবি-র সম্মানীয় চেয়ারম্যান ড. মীনেশ সি. শাহের এই সফর ত্রিপুরার দুগ্ধ শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফরটিকে ফলপ্রসূ ও উন্নয়নমুখী করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

তিনি আরও জানান, রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদকদের ক্ষমতায়ন, সমবায় কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা এবং দুগ্ধ খাতের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড ভবিষ্যতেও নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

বৈঠকে উপস্থিত গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড-এর উর্ধতন আধিকারিক ও পরিচালন পর্ষদের সদস্যরা সফরকে ঘিরে বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন। ড. শাহের এই সফরের মাধ্যমে ত্রিপুরার দুগ্ধ খাতের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

# আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: শিশু শ্রমের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে সর্বস্তরে স্বচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। আজ ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি হলে বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। তাই শিশুদের অধিকার, শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি শিশুর অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় প্রতিভা লুকিয়ে আছে। সেই প্রতিভার সুষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে হলে তাদের প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক আদর্শে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের শৈশব যেন কোনভাবেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। মন্ত্রী বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি শিশুর নিরাপদ, সুরক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ শৈশব সুনিশ্চিত করা। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জুভেনাইল বোর্ডের সদস্য আইনজীবি তাপস দেববর্মা, জেলা শ্রম আধিকারিক পার্থ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যসচিব মাধব পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন রূপালী দাস, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পামেলা সাহা, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য-সদস্যাগণ, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান সহ স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করা হয়।

# নার্সদের তথ্য হালনাগাদের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন

আগরতলা, ১২ জুন: ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের অধীনে নিবন্ধিত নার্সদের তথ্য হালনাগাদের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বৃদ্ধির দাবিতে আজ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বর্তমান সময়সীমা অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় রাজ্যের বাইরে কর্মরত বহু নার্স সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল জানায়, গত ১০ জুন ২০২৬ তারিখে জারি হওয়া নোটিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের অধীনে নিবন্ধিত সকল নার্সকে দ্রুত তাঁদের নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করায় বহু নার্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন না।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে রাজ্যের বহু নিবন্ধিত নার্স দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছেন। বর্তমান সময়ে বিমান, রেল ও অন্যান্য পরিবহনের ভাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরায় ফিরে এসে তথ্য হালনাগাদ করা তাঁদের জন্য আর্থিক ও বাস্তবিক উভয় দিক থেকেই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুব কংগ্রেস আরও দাবি করে, বাইরে কর্মরত নার্সদের পক্ষে কর্মস্থল থেকে হঠাৎ ছুটি পাওয়াও সহজ নয়। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে ছুটি মঞ্জুর করা সম্ভব হয় না। ফলে বহু নিবন্ধিত নার্স সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হতে পারেন।

এই পরিস্থিতিকে 'অবাস্তব ও অসুবিধাজনক' বলে উল্লেখ করে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তার মাধ্যমে ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রথমত, তথ্য হালনাগাদের জন্য অবিলম্বে একটি অনলাইন ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে রাজ্যের বাইরে থাকা নার্সরাও সহজেই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, যদি অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব না হয়, তবে নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদের সময়সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

যুব কংগ্রেসের নেতারা বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নার্সরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ। তাঁদের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা না করে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে রাজ্যের বাইরে কর্মরত নার্সরাও কোনও অতিরিক্ত আর্থিক চাপ বা কর্মক্ষেত্রের সমস্যায় না পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদ করতে পারবেন।

ডেপুটেশন গ্রহণের পর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে যুব কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে।

# ত্রিপুরা সফরে অসমের রাজ্যসভার সাংসদ কনক পুরকায়স্থ, একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর বার্তা

আগরতলা, ১২ জুন: অসমের রাজ্যসভার সাংসদ কনক পুরকায়স্থ ত্রিপুরায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের গত ১২ বছরের উন্নয়নমূলক সাফল্য তুলে ধরেন এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' গঠনের লক্ষ্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সফরকালে তিনি সিপাহিজলা জেলার কাজরিয়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত 'বিকশিত ভারত সংকল্প সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে জাতীয় উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতা, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, উন্নয়নের রূপরেখা এবং একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারত গঠনে নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এর পাশাপাশি আগরতলায় নির্মীয়মাণ ইউনিটি মল প্রকল্পের ক্যাম্পাসে 'প্রগতি পথ যাত্রা'-য় অংশ নেন কানক পুরকায়স্থ। বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের কর্মীদের সঙ্গে তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'ভোকাল ফর লোকাল' এবং 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই ইউনিটি মল নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্প, জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত পণ্য এবং 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট' (ওডিওপি) সামগ্রী প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগ থাকবে। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্প ২০২৭ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

সাংসদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সমীর কুমার শীলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, কেমিক্যাল অ্যান্ড পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হরজিৎ নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য সংবর্ধনা জানান।

কনক পুরকায়স্থ দেশের বিশিষ্ট জিমন্যাস্টিক্স কোচ ও দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর নন্দীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের প্রশংসা করেন। পরে তিনি নারসিংহগড়স্থিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সেখানে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন। তিনি বলেন, দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের সহায়তায় সরকারের উদ্যোগ প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সফরকালে আগরতলার বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায় এবং অন্যান্য দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কানক পুরকায়স্থ। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

# কলেজগামী শিক্ষার্থীদের বাসভাড়া অর্ধেক করার দাবিতে সরব চড়িলামের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, , ১২ জুন: কলেজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাসভাড়া অর্ধেক করার দাবিতে সরব হলেন চড়িলাম এলাকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ডে জাতীয় সড়কের পাশে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা একদল শিক্ষার্থী রাজ্য সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

জানা গেছে, দাবিদার শিক্ষার্থীরা মূলত রামঠাকুর কলেজের ছাত্রছাত্রী। এদিন তাদের পরীক্ষা থাকায় সকালেই কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হয়েছিলেন তারা। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের দাবি তোলেন। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চড়িলাম থেকে রামঠাকুর কলেজে যাতায়াতের জন্য সরকারি নির্ধারিত বাসভাড়া ২৩ টাকা হলেও বাস্তবে তাদের অনেক ক্ষেত্রেই ৩০ টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। তাদের দাবি, দুই ও পাঁচ টাকার খুচরো না থাকার অজুহাতে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে প্রতিদিন অতিরিক্ত আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

তাদের বক্তব্য, নিয়মিত কলেজে যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। প্রতিদিন যাতায়াত বাবদ বাড়তি খরচ বহন করা অনেক পরিবারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কলেজগামী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাসভাড়া অর্ধেক করা অথবা বিশেষ রেয়াতি ভাড়ার ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আশা, সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বস্তিদায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে শিক্ষার্থীদের এই দাবি স্থানীয় মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

# সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অনিশ্চিয়তায় প্রাথমিক শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ, কেন্দ্রের মানবিক হস্তক্ষেপ চাইল শৈক্ষিক মহাসংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন: অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ ত্রিপুরা প্রান্ত, ২০১০ সালের আগে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য "শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা" -এ উত্তীর্ণ হওয়ার আবশ্যিকতা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের কাছে মানবিক হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে।

ত্রিপুরা সহ সারা ভারত জুড়ে ২৩ আগস্ট ২০১০-এর আগে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে সংগঠন। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের, নয়াদিল্লির অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অরবিন্দ মাহাতো উল্লেখ করেন যে, সুপ্রিম কোর্টের ২৯ মে ২০২৬ তারিখের রায় অনুযায়ী, যেসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ৫ বছরের বেশি অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের জন্য ২৩ আগস্ট ২০১০-এর এনসিটিই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী "শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা" উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই রায়ের ফলে অনেক শিক্ষকই তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।ত্রিপুরায় প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক এই রায়ের ফলে প্রভাবিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।শিক্ষকরা বর্তমানে যে বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বিষয়টি সহানুভূতিশীল বিবেচনার দাবি রাখেন তারা। প্রভাবিত প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্বেগ তুলে ধরতে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে যথাযথ মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাতে সংগঠনটি রাজ্যব্যাপী সচেতনতা ও প্রচার অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, ১৮ জুন ২০২৬ ইং তারিখে দুপুর ১২টায় ত্রিপুরার সমস্ত জেলা সদর দপ্তরে জেলাশাসক কালেক্টর কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি করা হবে এবং একই দিনে জেলাশাসক/কালেক্টরদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। সংগঠন শিক্ষকদের মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের স্বস্তি প্রদান ও শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

# ১৬ দফা দাবিতে কাঠালিয়া সিপিআই(এম)-এর স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১২ জুন: কাঠালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক সমস্যার সমাধানের দাবিতে ১৬ দফা দাবিপত্র নিয়ে আজ সাব-ডিভিশনাল অফিসার (পিডব্লিউডি) কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে কাঠালিয়া সিপিআই(এম) অঞ্চল কমিটি। প্রতিনিধিদল এসডিও ঝুলন মল্লের নিকট দাবিগুলি তুলে ধরে।

স্মারকলিপিতে মূলত কাঠালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন সড়কের বেহাল অবস্থা, দীর্ঘদিনের সংস্কারহীন রাস্তা এবং কাঠালিয়া মূল সড়কের পাশে সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও জনজীবনের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

আলোচনা শেষে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এসডিও ঝুলন মল্ল। এ বিষয়ে কাঠালিয়া সিপিআই(এম) অঞ্চল কমিটির অন্যতম সদস্য করিম মিয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, এসডিও ঝুলন মল্ল বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি কিছু কিছু এলাকায় দ্রুত মেরামত ও উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এসডিও ঝুলন মল্ল জানান, স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সমস্যাগুলির বাস্তবতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাস্তা মেরামত ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

# বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি, ১৪ থেকে ১৬ জুন রবীন্দ্র ভবনে জনকল্যাণ শিবির

আগরতলা, ১২ জুন: বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৪-১৬ জুন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনদিনব্যপী এই শিবিরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে আয়ুষ্মান ভারত, পিএম সূর্যঘর, আয়ুষ্মান বয় বন্দনা, পিএম স্বনিধি, লাখপতি দিদি, ভিবি-জি রামজি ইত্যাদি। এছাড়াও শিবিরে ওআরআর, পিআরটিসি, জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট এবং দিব্যাঙ্গজনদের নানা সহায়তা প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন করানো হবে। ১৫ থেকে ১৬ জুন এই শিবির চলবে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত। রাজ্যের অন্যান্য ব্লক এবং পুর এলাকায়ও অনুরূপ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত।

# আগরতলা বিমানবন্দরে সিআইএসএফ জওয়ানদের জন্য ড্রোন সচেতনতা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা জোরদারে উদ্যোগ আসাম রাইফেলসের

আগরতলা, ১২ জুন: আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং ড্রোনভিত্তিক সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি বাড়াতে আগরতলা বিমানবন্দরে সিআইএসএফ কর্মীদের জন্য বিশেষ ড্রোন সচেতনতা প্রদর্শনীর আয়োজন করল আসাম রাইফেলস। বৃহস্পতিবার আগরতলা বিমানবন্দরের পুরনো টার্মিনাল ভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বিমানবন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং উদীয়মান আকাশপথভিত্তিক হুমকি মোকাবিলায় নিরাপত্তারক্ষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রদর্শনী চলাকালীন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর কর্মীদের ড্রোন প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেওয়া হয়। বিশেষ করে মানববিহীন উড়োজাহাজ (ইউএভি) বা ড্রোন শনাক্তকরণ, সেগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য হুমকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি প্রশমন এবং নিরাপদ উপায়ে ড্রোন প্রতিরোধের কৌশল নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তারা ড্রোন পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি কাঠামো সম্পর্কেও সিআইএসএফ সদস্যদের অবহিত করেন। পাশাপাশি বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে অননুমোদিত ড্রোন কার্যকলাপ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয় যে, বর্তমান সময়ে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে বিমানবন্দর, সামরিক স্থাপনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত হুমকি শনাক্তকরণ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিরাপত্তা প্রোটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

কর্মসূচিতে আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তারা বলেন, বিমানবন্দর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিআইএসএফ, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয় অপরিহার্য। প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ধরনের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য আদান-প্রদান এবং যৌথ কৌশলগত পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

আসাম রাইফেলসের এই উদ্যোগকে জাতীয় সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সিআইএসএফ সদস্যরা ড্রোন সচেতনতা বিষয়ক এই প্রশিক্ষণকে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও কার্যকর বলে অভিহিত করেন।

সিনিয়র আধিকারিকরাও এই ধরনের কর্মসূচির প্রশংসা করে জানান, নিয়মিত সচেতনতামূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনাল প্রস্তুতি বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়।

ড্রোন সচেতনতা প্রদর্শনীর শেষে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা, সতর্কতা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।.

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 13-06-2026, 01:10